ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

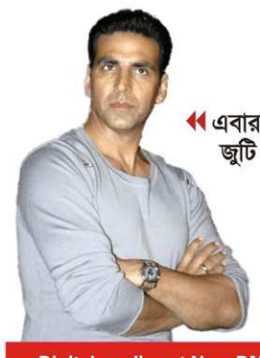

এবার বন্ধু-কন্যার সঙ্গে জুটি বাঁধছেন খিলাড়ি!

পৃঃ ৫

বর্ষসেরা ১০ ফুটবলারের তালিকায় না রাখায় রোনালদোর 'প্রতিবাদ'

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০০৩ ● কলকাতা ● ১৭ পৌষ, ১৪৩০ ● বুধবার ● ০৩ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

দৈনিক কাগজের সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তা নেই

(দ্বিতীয় পর্ব)

বারবার ঘুরছে যা প্রশাসন জেনেও নির্বাক কেন, তাহলে কি সম্পাদক যেকোনোভাবে খুন বা মারা গেলেই রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পাবে এক শ্রেণী নেতারা। সেই পরিকল্পনা কি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কৌশলে হতো, তবে হঠাৎ মৃত্যু যে কোনোভাবে যদি হয়ে যায় সম্পাদকে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা। এই বর্বরতার হাত থেকে মনে হয় এরাই দেবে না বলেই ,উদ্দেশ্যে প্রমাণিত হবে বিভিন্ন কৌশলগত অত্যাচার চলছে। লোকাল রাজনৈতিক এক নেতা নাম প্রশাসন জানিও তার কি উদ্দেশ্য বারবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে বিভিন্নভাবে ডিস্টার্ব করছে। প্রশ্ন হলো এই রাজনৈতিক নেতারা প্রশাসনিকভাবে জেট ক্যাটাগরি ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা এই ব্লকে পায় ,যে ব্লকে সম্পাদক থাকে এই ব্লকের সম্পাদকের নিরাপত্তার অভাব অথচ প্রশাসনিকভাবে কোন নিরাপত্তা দেয়া হয় না। কাগজের সম্পাদকের কি নিরাপত্তার অভাবের জন্যই এহেনে অবিচার চলছে। রাজনৈতিক নেতারা চাইছে

এরপর ৩ পাতায়

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের বিষয়ে

নয়া আইনের বিরুদ্ধে মামলা সুপ্রিম কোর্টে

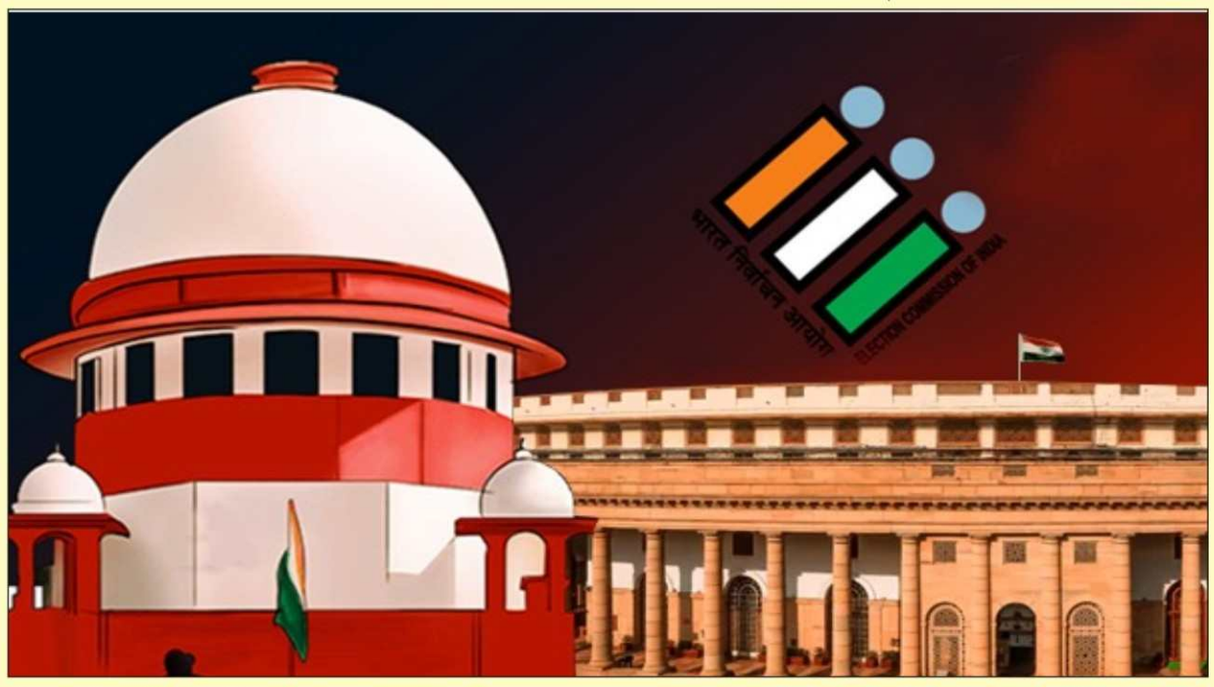

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এমনটা যে হতে পারে, সেটা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন আইনি বিশেষজ্ঞরা। আর হলও সেটা। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদির সরকারকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁদেরই প্রনীত আইনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে। গত বছরেই দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের বিষয়ে নতুন আইন এনেছে কেন্দ্র।

তাই বেশ সুকৌশলে গণতন্ত্রের হত্যার রাস্তা খোলা রাখতে ও বিরোধিদের বিরোধিতা ঠেকাতে যেভাবে সংসদকে বিরোধী কণ্ঠমুক্ত করা হয়েছে, সেই একই ভাবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজেদের মৌরসি পাট্টা কায়েম করতে চাইছে মোদি সরকার। এখন আইন করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়া হয়েছে, পরে আবার আইনের সংশোধনী এনে লোকসভার বিরোধী দলনেতাকেও বাদ দেওয়া হবে। তখন একতরফা ভাবে নিজেদের খুশি মতো কাউকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিযুক্ত করতে পারবে মোদি বাহিনী। তাঁকে উঠতে বসলে তিনি উঠবেন, বসতে বসলে তিনি বসবেন। ভুলণ্ঠিত হবে দেশের গণতন্ত্র। থাকবে শুধু মোদিতন্ত্র। আইনি বিশেষজ্ঞদের দাবিও মোটামুটি একই। তাঁদের দাবি, এই আইনের বিরুদ্ধে মামলা হতোই। সেটাই হয়েছে। আর এসবের মাঝে ভিভিপ্যাট নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ। গত ৩০ ডিসেম্বর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে তিনি একটি চিঠি দিয়েছেন ভিভিপ্যাট ইস্যুতে বিজেপি বিরোধী জোট ইণ্ডিয়া'র প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কমিশনারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের

এরপর ৩ পাতায়

'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার

আটটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত মামলায় নতুন মোড়। মঙ্গলবার আদালতে ইডি জানিয়ে দিল, এই দুর্নীতির সঙ্গে যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ থাকা সংস্থা 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার অধীনে থাকা আটটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।বিচারপতি অমৃতা সিংহকে ইডি জানিয়েছে ওই সম্পত্তির মূল্য সাড়ে সাত কোটি টাকা।প্রসঙ্গত, এই মামলার তদন্ত ২০২৩ সালের মধ্যে শেষ করতে বলেছিল আদালত। ৩১ ডিসেম্বর সেই সময়সীমা পার হয়ে গেলেও ইডি মঙ্গলবার আদালতে জানিয়েছে, অনেক তথ্য হাতে এসে যাওয়ায় এখনও তদন্ত শেষ করা যায়নি। আদালতের কাছে আরও কিছুটা সময় চান ইডির আইনজীবী। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি বুধবারেই ইডির জয়েন্ট ডিরেক্টরকে আদালতে হাজিরা দিতে বলেছেন।

এই মামলাতেই অন্য দাবি করেছে সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতিতে কারা এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন, তার একটি তালিকাও আদালতে পেশ করেছে সিবিআই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামটি হল তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তী। এ ছাড়াও মহিদুল আনসারি, জাফিকুল ইসলাম, সজল কর, বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত এবং সৌরভ ঘোষের নাম

এরপর ৩ পাতায়

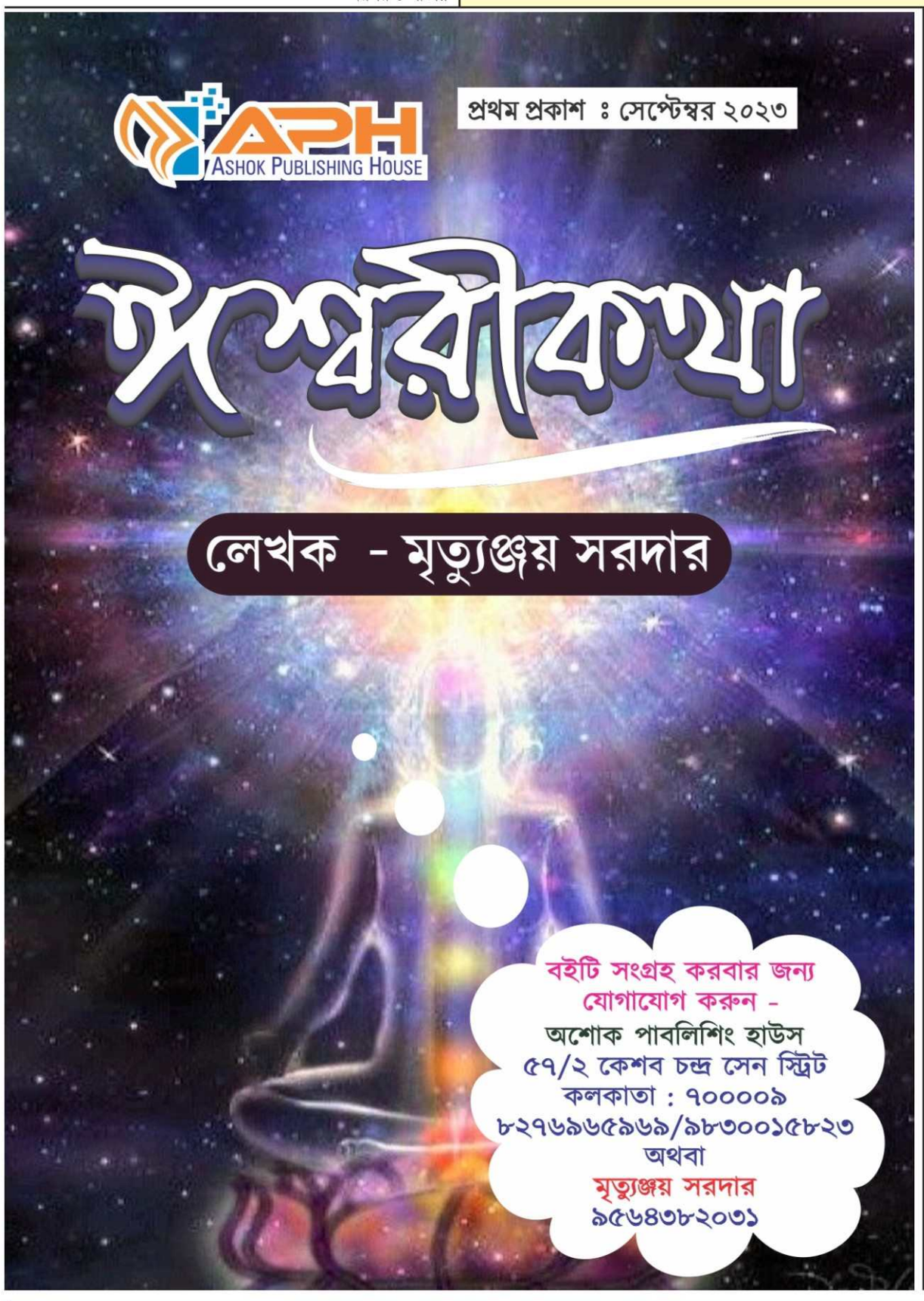

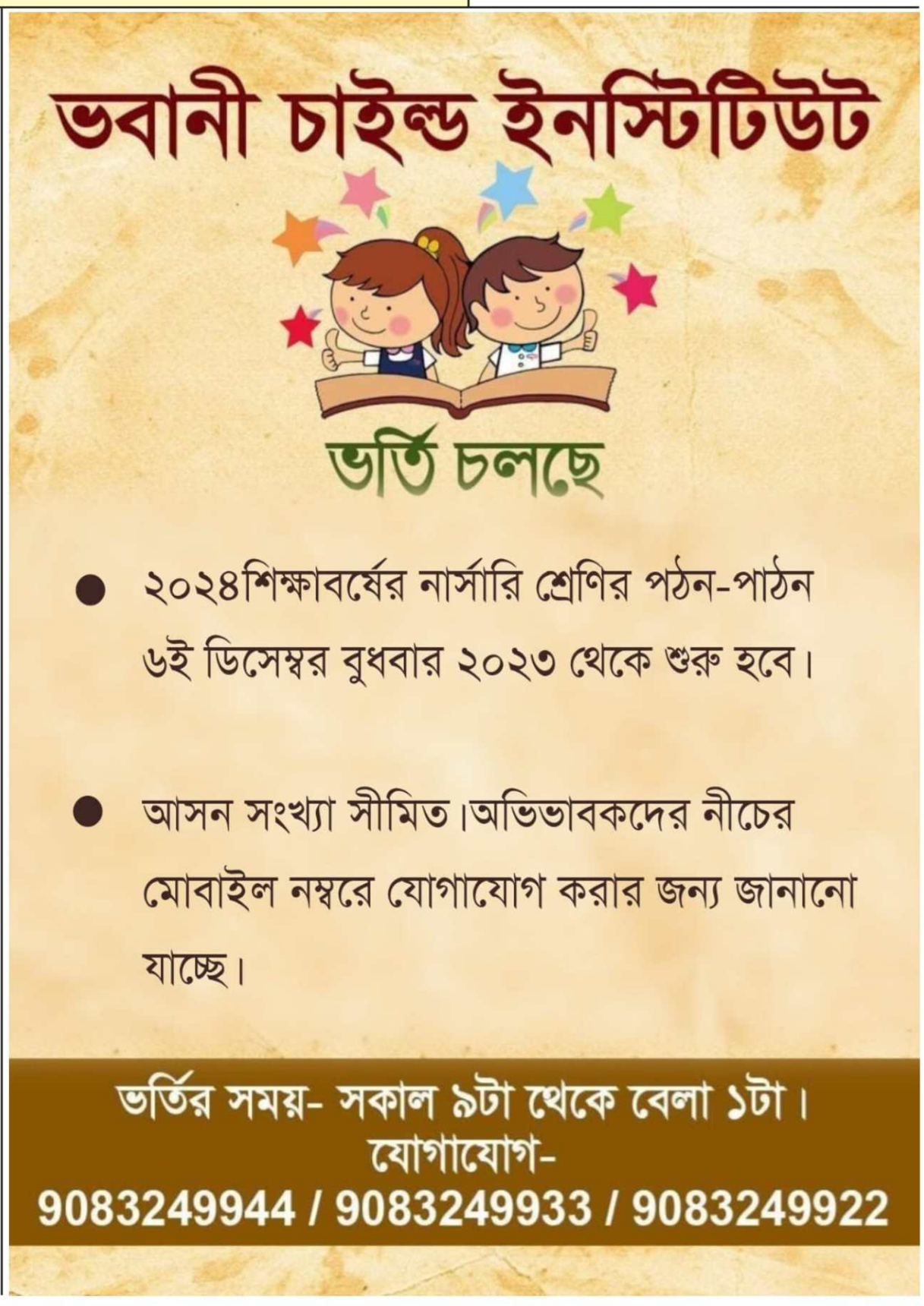

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং

রামলালার অভিষেক দুটোই 'শুভ' হবে

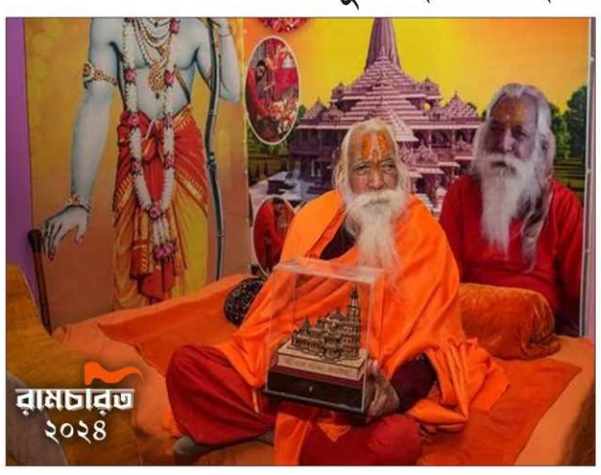

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর মাত্র কয়েকদিন। অযোধ্যায় রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘিরে উদ্দীপনা বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি আলোচনায় রয়েছে লোকসভা নির্বাচনও। এই পরিস্থিতিতে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দাবি করলেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং রামলালার অভিষেক দুটোই 'শুভ' হবে।প্রসঙ্গত, রামমন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, টানা সাতদিন ধরে চলবে রামলালা প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান। ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠান শেষ হবে। কী কী উতসব এই সাতদিনে, তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ।সেই সঙ্গে আচার্য সত্যেন্দ্র দাসের ঘোষণা, কেবল শান্তিই নয়, অযোধ্যায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় আচার্য সত্যেন্দ্র দাস বলেন, 'কেবল শান্তিই নয়, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। রামলালা গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত হবেন।' পাশাপাশি সংস্কৃত শ্লোকও বলেন তিনি। জানান, 'রামরাজ্য বৈঠে ত্রিয়ালোকা, হর্ষিত ভাই, গয়ে সব শোকা।' অর্থাত শোক, যন্ত্রণা ও টেনশন সব অন্তর্হিত হবে। সকলেই সুখী হবেন।পাশাপাশি নতুন বছর নিয়েও তাঁর মন্তব্য, 'নতুন বছর খুবই তাতপর্যপূর্ণ। আর তা এই জন্যই তাতপর্যপূর্ণ, যেহেতু ২২ জানুয়ারি রামলালা অধিষ্ঠিত হবেন। আর তা দেশের মানুষদের জন্য দারুণ উপকারী হবে।' তাঁর এহেন সব মন্তব্যকে উল্লেখযোগ্য বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। দেশের নির্বাচনের ঠিক আগে রামমন্দিরের উদ্বোধনকে যে বিজেপি 'তাস' হিসেবে ব্যবহার করবে এই অভিযোগ বহুদিন ধরেই করছেন বিরোধীরা। ধর্ম ও রাজনীতির এই সহাবস্থানের সুরই যেন লক্ষ করা গেল মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কথাতেও।

৩ দিনের ধর্মঘটে ট্যাঙ্কার চালকরা,

জ্বালানি সরবরাহে ধাক্কা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া আইনে ক্ষোভ ছড়িয়েছে ট্রাক চালক থেকে বাস চালকদের মধ্যে। তাই এদিন থেকেই ৩ দিনের টানা দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। সেই ধর্মঘটে এবার যোগ দিলেন দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থার ডিপোর ট্যাঙ্কার চালকরাও।এদিন থেকে রাজবাঁধে থাকা ৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থার ডিপোর ট্যাঙ্কার চালকরা সকাল থেকেই ধর্মঘট শুরু করেছেন। আর তার জেরে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে জ্বালানীর সংকট তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সব থেকে বেশি প্রভাবিত হতে চলেছে দুই বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায়। প্রভাব পড়তে পারে কলকাতা সহ হাওড়া, হুগলি ও দুই ২৪ পরগনা জেলাতেও। জানা গিয়েছে রাজবাঁধে এদিন প্রায় হাজারের কাছাকাছি ট্যাঙ্কার চালকরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে চলছে ডিপোর সামনে বিক্ষোভও। বাংলাতেও সেই ধর্মঘট চলছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর মহকুমার কাঁকসা থানার রাজবাঁধে থাকা ৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থার ডিপোর ট্যাঙ্কার চালকরা এদিন থেকে হরতাল শুরু করেছেন। আর তার জেরে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে জ্বালানী সরবরাহের ক্ষেত্রে বড়সড় আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমনকি বৃহত্তর কলকাতা এলাকাতেও তার প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর তার জেরেই এদিন সকাল থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় পেট্রোল পাম্পগুলিতে বাইক, স্কুটি, গাড়ির লাইন চোখে পড়ছে পেট্রোল বা ডিজেল নেওয়ার জন্য।কী বলছেন ধর্মঘটে যোগ দেওয়া ট্রাক, বাস ও ট্যাঙ্কার চালকরা? তাঁদের দাবি, কেন্দ্র সরকার যে আইন এনেছে তা যদি মানতে হয় তাহলে রাস্তায় গাড়ি চালানোই যাবে না। রাস্তায় গাড়ি চালাতে গেলে চালকদের মানতে হবে কেন্দ্রের নয়া নিয়ম। দুর্ঘটনা ঘটলে চালকদের জেলও হবে। পাশাপাশি জরিমানা হিসেবে গুনতে হবে লাখ লাখ টাকা। নতুন আইনে চালকদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাই যতদিন না কেন্দ্রীয় সরকার নতুন নিয়ম প্রত্যাহার করছে, ততদিন তাঁদের আন্দোলন চলবে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

তিন মাসে ১০ টাকার বেশি দাম কমল কেরোসিনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশে কেরোসিন তেলের দাম কমল প্রায় এগারো টাকা। আর কেন্দ্রীয় সরকারের কেরোসিন তেলের এমন দাম কমানোর নীতিকে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ভোটের অঙ্ক হিসাবেই দেখছে। ২০২২ সালের জুন মাসে কেরোসিন তেলের দাম প্রতি লিটারে ১০০ টাকা অতিক্রম করে গিয়েছিল। সেই সময় কংগ্রেস-সহ দেশের সব বিরোধীদল মোদী সরকারের কেরোসিন তেলের দাম বৃদ্ধির নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিল।তবে ধারাবাহিক ভাবে কেরোসিনের দাম কমানো প্রসঙ্গে নিজেদের কৃতিত্ব দাবি করেছে, ডিলার সংগঠনগুলি। ওয়েস্ট বেঙ্গল কেরোসিন ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অশোক গুপ্ত বলেন, 'আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেরোসিন তেলের দাম নির্ধারণে স্পষ্ট কোনও নীতি তৈরি করছে না কেন্দ্রীয় সরকার। তবে আমরাও এই বিষয়ে ছেড়ে কথা বলব না। আমাদের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলেই কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছে কেরোসিন তেলের দাম কমাতে। আগামী দিনেও আমাদের আন্দোলন চলবে কারণ আমাদের লড়াই দেশের গরীব মানুষের জন্য।' তিনি আরও বলেন, 'এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের ভূমিকারও আমরা তীব্র সমালোচনা করি। কারণ কেরোসিন তেল বরাদ্দ করার প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়।' প্রসঙ্গত, গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্ট কেরোসিন তেলের দাম নির্ধারণের বিষয়ে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রককে স্পষ্ট নীতি তৈরি করতে বলেছে। কেরোসিন তেল ডিলারদের অভিযোগ, আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার দাম নির্ধারণে অযথা ঢিলেমি করছে।গরিবের জ্বালানির একমাত্র সম্বল কেরোসিনের দাম বৃদ্ধি করা হলে দেশের বিরাট অংশের জনতার উপর চাপ বাড়বে, এমনই অভিযোগ করেছিল তারা। মাত্র দেড় বছরের ব্যবধানে ধাপে ধাপে নরেন্দ্র মোদী সরকার সেই দাম ১০ টাকার বেশি কমিয়েছে। গত বছর নভেম্বর মাসে ৪ টাকা ১০ পয়সা দাম কমানো হয়েছিল। ডিসেম্বর মাসে আরও এক বার দাম ৪ টাকা ৭০ পয়সা কমানো হয়। আর নতুন বছরের শুরুতেই ২ টাকা ৫০ পয়সা দাম কমানো হয়েছে।তিন দফায় এই দাম কমার ফলে কলকাতা শহরে ৬৯ টাকার কিছু বেশি দরে প্রতি লিটার কেরোসিন পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে। জেলা স্তরে সেই দাম হতে পারে ৭২ থেকে ৭৩ টাকা। আর মাস দু'য়েকের মধ্যে দেশে বেজে যাবে লোকসভা ভোটের দামামা। তাই একে একে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে দেশের সব রাজনৈতিক দল। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল বিজেপিও তাদের মত করে প্রস্তুতি শুরু করেছে। আর কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে গরিব জনতার মন পেতে কেরোসিনের দাম কমানো শুরু করেছে কেন্দ্র, এমনটাই দাবি করছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। এআইসিসি মুখপাত্র মিতা চক্রবর্তী বলেছেন, 'ভোটের আগে শুধুমাত্র চমক দিতে কেরোসিন তেল-সহ রান্নার গ্যাস এবং আরও অনেক জিনিসের দাম কমাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু আমাদের মতো রাজনৈতিক দল কেন? সাধারণ মানুষও মোদী সরকারের এই চালাকি বুঝতে পারছেন। ২০১৪ সালে ইউপিএ সরকারের আমলে পেট্রলজাত পণ্যের মূল্য কী ছিল, আর এখন দাম কোথায় পৌঁছেছে তা সাধারণ মানুষ দেখছেন। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই দাম কমানোর নীতির তীব্র সমালোচনা করছি, কারন এমন সিদ্ধান্ত শুধু ভোটের কথা মাথায় রেখেই নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সুযোগ-সুবিধার কথা ভাবা হয়নি।'

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে ১লা জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে আমাদের কলকাতা অফিস ১৯ডি জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা করার জন্য ধন্যবাদ।

সম্পাদক

তৃণমূল কাউন্সিরের বিরুদ্ধে

এক কোটি টাকা তোলা চাওয়ার অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিযোগের সত্যতা বিচার করার সময় এখনও আসে নি। কিন্তু একটা বিষয় ঠিক, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবীর ফ্ল্যাটে যে কোটি কোটি টাকা অমরা দেখেছি। তারপর থেকে রাজনীতিকদের কাছে এক কোটি টাকাটা যেন কিছুই না। তবে এবারের ঘটনাটি অন্য মাত্রা পেয়েছে। ঘটনাটি মেটিয়াবুরুজ বিধানসভার অন্তর্গত কলকাতা পুরসভার ১৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের - যে ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলার ফরিদা পারভীন।

BM Ekta কনস্ট্রাকশন লিমিটেড কোম্পানির কর্ণধার তথা তৃণমূল সমর্থক দেলোয়ার থান্ডার সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন ১৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফরিদা পারভীন তার কাছ থেকে বিভিন্ন কারণে বারবার টাকা দাবি করেন। কাউন্সিলরের কথামতো তিনি অনেকবার টাকাও দিয়েছেন। বার বার জানিয়েছেন। কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। তখন অবশেষে ব্যবসায়ী দেলোয়ার থান্ডার সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হন। সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকদের মাধ্যমে এই বিষয়টি জনসমক্ষে আনার আবেদন জানান এবং ব্যাপারটি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন।

আমরা ১৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফরিদা পারভীনকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যোগাযোগ করা যায়নি। তৃণমূল সমর্থক ব্যবসায়ী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের উপর তার যথেষ্ট আস্থা আছে। তবু তিনি সিআইডি তদন্তের দাবি জানান। তিনি এই মুহূর্তে ভীষণ ভীত ও সন্ত্রাস্ত। তিনি চান উর্দ্ধেতন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিষয়টি দ্রুত সমাধান হয়ে যাক।

ইনসাফ যাত্রা ও ব্রিগেডের সভার

টাকার হিসাব দেবেন সিপিএমের যুবরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে যখন উঠতে-বসতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে বামেরা, তখন 'আপনি আচরি ধর্ম' পালন করার সিদ্ধান্ত নিল সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। দলের যুব সম্পাদক মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় মঙ্গলবার এই কথা ঘোষণা করলেন। ময়দানে সমাবেশ মানেই পরিবেশে দূষণের বিষয় থাকে। এ নিয়ে অতীতে মামলাও হয়েছে অনেক। সিপিএমের যুব সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, সভার পর ময়দানের পরিচ্ছন্নতার দিকটিও তারাই দেখবে। যুব সংগঠনের ডাকে ব্রিগেড হলেও গোটা সিপিএমই জমায়েত করবে - এর মধ্যে কোনও লুকোছাপা নেই। লোকসভার আগে ভোট বাড়াতে মরিয়া সিপিএম নতুন বছরের প্রথম রবিবারেই ভিড় দেখিয়ে শক্তি প্রদর্শন করতে চায়। কিন্তু ভোটবাক্সে তার কতটা প্রতিফলন ঘটবে, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েক মাস।রাজ্য জুড়ে ইনসাফ যাত্রা ও ব্রিগেডের সভার জন্য এক লক্ষ পরিবারের কাছে তাঁরা কৌটো পৌঁছে দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন মিনাক্ষী। পাশাপাশি, ডিজিটাল অর্থসাহায্যের জন্য প্রকাশ করা হয়েছিল কিউআর কোডও। সেই সব হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন সিপিএমের নতুন 'মুখ' মিনাক্ষী। তাঁর বক্তব্য, "রাজ্যে যখন নিয়োগ থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে, তখন রাজনৈতিক স্বচ্ছতার দায়বদ্ধতা থেকে আমরা এই তালিকা প্রকাশ করব।" আগামী ৭ জানুয়ারি, রবিবার ব্রিগেডে সমাবেশের ডাক দিয়েছে সিপিএমের যুব সংগঠন। সেই মঞ্চ থেকেই এই তালিকা প্রকাশ করা হবে কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।ক্ষমতায় থাকার সময়েও সিপিএম দলীয় তহবিলের জন্য সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করত। যদিও সেটাই তখন মূল ছিল এমন নয়। কারণ, ক্ষমতায় থাকলে যা যা সুবিধা পাওয়া যায়, সে সব সিপিএম পেত। এমনিতে দল বা গণসংগঠনের সম্মেলন হলে সিপিএমে অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করে। সেই সম্মেলনের খরচ অভ্যর্থনা কমিটি পেশও করে। কিন্তু কোনও দীর্ঘ পদযাত্রা বা ব্রিগেডে সভা হলে হিসাব পেশ করার বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে সিপিএম বা কোনও বাম গণসংগঠনের ক্ষেত্রেই দেখা যায়নি। সে দিক থেকে মিনাক্ষীদের এই ঘোষণা 'তাৎপর্যপূর্ণ'।প্রসঙ্গত, ব্রিগেডের অনুমতি পাওয়ার বিষয়টি কয়েক দিন আগে পর্যন্তও ঝুলে ছিল। তবে গত সপ্তাহে সিপিএম সূত্রে বলা হয়েছিল, ফোর্ট উইলিয়ামের তরফে 'ইতিবাচক সাড়া' মিলেছে। মঙ্গলবার মিনাক্ষী জানিয়ে দিলেন, প্রয়োজনীয় অনুমতি মিলেছে। রবিবার সভা হবে ব্রিগেডেই। যদিও অনুমতি না পেলে কী হবে, সেই বিকল্প পন্থাও তৈরি রেখেছিল সিপিএম। মঙ্গলবার মিনাক্ষী জানিয়েছেন, রবিবার, ৭ তারিখে সাতটি এলাকা থেকে মিছিল হবে। হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দু'টি বড় মিছিল ঢুকবে ব্রিগেডে। তা ছাড়া খিদিরপুর মাজার, হাজরা মোড়, সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার, সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশন এবং পার্ক সার্কাস থেকে আরও পাঁচটি মিছিল যাবে ব্রিগেডের অভিমুখে।

১-ম পাতার পর

'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার আটটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু

রয়েছে।

প্রসঙ্গত, 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার সিইও পদে রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে ওই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে গ্রেফতার করে ইডি। যাঁকে 'কালীঘাটের কাকু' বলে উল্লেখ করেছিলেন শিক্ষক নিয়োগ মামলায় ধৃত তাপস মণ্ডল।এই মামলার প্রেক্ষিতেই অভিষেকের আয়ের উৎস জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি সিংহ। অল্প কথায় মুখবন্ধ খামে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। গত ১৪ ডিসেম্বর ইডির তরফে সেই জবাব জমা পড়ে হাই কোর্টে। অভিষেকের সংস্থা লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য অনেক আগেই ইডিকে বিশদে জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সিংহ। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার ছ'জন ডিরেক্টরের নাম, তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ, সংস্থার লেনদেন, তার মূল্য, এই সংস্থার কারা উপভোক্তা, তাঁদের নাম, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সংস্থার রোজকার কাজ কে দেখতেন, সিইও অভিষেকের সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ, তাঁর মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ, সংস্থার সব কর্মীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, কারা, কবে সংস্থায় যোগ দিয়েছেন, কেন সংস্থার ঠিকানা পরিবর্তন এবং তদন্ত নিয়ে কার কাছে ইডি সাহায্য চায়, তা জানাতে বলা হয়েছিল হাই কোর্টে। এ বিষয়ে অভিষেকের কাছে নথি চাওয়া হলে কিছু দিন আগেই ইডিকে তাঁর সংস্থা সংক্রান্ত তথ্য জমা দিয়ে এসেছিলেন অভিষেক। তার প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার বিষয়টি আদালতে জানায় ইডি। তারা যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের উপরে নজরদারি চালাচ্ছে এবং লেনদেন বন্ধ রাখার বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে, তা জানায় ইডি।

১-ম পাতার পর

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তা নেই

মৃত্যুঞ্জয়কে যে কোন কৌশলগতভাবে মেরে দেয়া হোক , সেটা ঘটে গেলেই লাভ হবে একশ্রেণী রাজনৈতিক নেতাদের। সেই কারনে নেতারা এতটাই মরিহা হয়ে লেগেছে। লোকাল সব খবর কম বেশি থাকার সত্ত্বেও কেমন যেন নির্বাক হয়ে রয়েছে। এদিকে কয়েকদিন আগেই কি বর্বরতা কাগজের সম্পাদকের উপরে চলছে, একদিকে কৌশল করে প্রশাসনকে দিয়ে অত্যাচার চালালো। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতারা কৌশল করে জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটাই প্রশ্ন ছোট কাগজের সম্পাদককে কি জোর করে রাজনৈতিক করানোর অনুমতি দিয়েছেন আপনার দলের নিচু তলার কর্মীদের। তা না হলে কেনই বা সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপর বিভিন্নভাবে অমানবিক অত্যাচার চালাচ্ছেন। ক্যানিং প্রেস কর্নার করানোর জন্য ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবপ্রসাদ সরদারের সামনে কয়েকজন সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কাগজের সম্পাদক কে অপমান এবং মারধর হয়েছিল,তার কোন সূরাহ আজ হলো না। নিচের তলার পুলিশ কর্মীরা এমনভাবে অমানবিক অবিচার ও অত্যাচার করছে যাতে মৃত্যুঞ্জয় সহ তার পরিবার যে কোনভাবে যেন আত্মহত্যা করে। বা কোন কারণে মাথা গরম হয়ে কিছু অপীতিকার ঘটনা ঘটায় সেই চেষ্টায় যেন অব্যাহত। যখন মানুষ আইনের উপরে ভরসা হারিয়ে যায় তখন সে নিজের বিচার নিজেই করে নেয়, সে কথা স্পষ্ট জানাচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। গতকাল সকালে তার পরিবারকে নিয়ে একটু ক্যানিং বাজারে গেছিল কেনাকাটা করতে, মৃত্যুঞ্জয় সরদারের চার বছরের ছোট মেয়েটি খিদে পেতে একটি দোকানের সামনে টোটো দাঁড় করিয়ে খাবার নিচ্ছিল সেখানে কোন জ্যাম বা কোন সমস্যা ছিল না পিছনে অনেক টোটো , ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবপ্রসাদ সরদার বেশ কিছুটা দূরে ডিউটিতে তো ছিল, তারপরে কিভাবে এক পুলিশের কনস্টেবল এসে টোটোই লাঠিচার্জ করতে গিয়ে সম্পাদকের গায়ে মারল। কে এই কনস্টেবল কে মারার জন্য অনুমতি দিয়েছিল, যদি কোন সমস্যা থাকতো তাহলে এসে মুখে বলতেই পারতেন। এ বিষয়ে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত বাবুর সাথে সম্পাদক জানালে বলেন এ যেমন জনগণ যেন তেমন তার পুলিশ, তবে কে ছিল ওই পুলিশ কনস্টেবল তা খোঁজ নিয়ে দেখছি বলে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত বাবু জানিয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এইভাবে কি রণকৌশল করে সম্পাদককে হেনস্থা ও অত্যাচার চালিয়ে কোন কিছু দুর্ঘটনার সম্মুখীন ফেলতে চাইছে। না লোকাল সাংবাদিক ও একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা পুলিশের দাঁড়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের উপরে অত্যাচারের খাড়া নামাতে চাইছে। সবকিছুই সঠিক ভাবে দেখা উচিত উচ্চতর পুলিশ প্রশাসনকে। এ ঘটনায় প্রায় নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তাহলে কি

সত্যি কথা লেখার জন্য, দীর্ঘ কুড়ি বছর রাজনৈতিক কৌশলে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বিরুদ্ধে। কেননা তিনি দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করে না। দুষ্কৃতীদের অন্যায় করলে সে কথা সবার আগে তার কলমের ভাষাতেই প্রকাশ পায়। তাই তার পরিবারের উপরে দীর্ঘ কুড়ি বছর মানসিক শারীরিক ও সামাজিক বিষয়ে অত্যাচার অব্যাহত। শত অত্যাচার অপমান অবিচার সহ্য করেও তিনি নীরবে কাজ করে চলেছে। আর সত্যি কথা প্রকাশ পাওয়ার কারণেই একশ্রেণীর দুষ্কৃতীরা দীর্ঘ বছর আগে থেকেই মৃত্যুঞ্জয় সর্দারের পরিবারসহ তাকে খুন করার পরিকল্পনা অব্যাহত রেখেছে। এক শ্রেণীর নেতাদের তার জমি জায়গা কেড়ে নেবে বলে অন্যের নামে রেকর্ড করে গোপনে তাদের মুনাফা নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। সত্যি ঘটনা যখন প্রকাশ্যে এসছে তখন মৃত্যুঞ্জয় সরদার সমস্ত ঘটনা লিখিত প্রশাসনকে জানার পরে। শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে মদ খাচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বাড়ির মাঠের আশেপাশে বসে। আর মৃত্যুঞ্জয় পরিবারের যেকোনো উপর কী ভাবে ক্ষতি আলোচনা করছে। জমি যেভাবে কেড়ে নেওয়া যায় তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করছে, নেতারা সন্ধ্যা বেলায় বাড়িতে মিটিং ডেকে আলোচনা করছে যাতে ওই জায়গায় পুনরায় মৃত্যুঞ্জয় বাবুর কাগজপত্র না হয় সেই চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় সরদার বলেন যে সব কিছুর উর্ধ্বে ভগবান আছে প্রশাসনকে সব জানানো আছে, তবে তার পরিবার মৃত্যুঞ্জয় খুন হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় সহ ও তার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে একাধিকবার তাদের কথাতে বেরিয়ে এসেছে ।সেই কারনে বলতে চাই

জঘন্য থেকে জঘন্যতম নোংরামিতে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে গ্রামগঞ্জে, দীর্ঘ কুড়ি বছর যে পরিবারটা রাজনৈতিক সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত নয় তাদেরকে পিষে মারার চেষ্টা করছে বিভিন্নভাবে। তাহলে কি রাজনীতিক হচ্ছে বাংলার ভবিষ্যৎ, আইন বা পুলিশ প্রশাসন বলে কিছুই নেই? কেনই বা সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয়ের সরদারের পরিবারের এখানে অবস্থা! তাহলে কি রাজ্যের

ক্রমশঃ

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের বিষয়ে নয়া আইনের বিরুদ্ধে মামলা সুপ্রিম কোর্টে

প্রতিনিধিরা এই ইস্যুতে দেখা করতে চায়, সেই বিষয়টিও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন জয়রাম রমেশ।সেই আইনে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে চূড়ান্ত অবজ্ঞা, অমান্য ও অসম্মানিত করে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটি থেকে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়েছে কেন্দ্র। সেই সংক্রান্ত বিল শীতকালীন অধিবেশনে সংসদের দুই কক্ষে পাশ হয়েছে। যা এখন আইনে পরিণত। সেই আইনকেই চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। মামলাকারীর দাবি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা থাকা দরকার। সেই নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন কমিটি গড়তে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিক দেশের সর্বোচ্চ আদালত, আর্জি মামলাকারীর।মামলাতে আরও আবেদন করা হয়েছে, বর্তমানে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত যে কমিটি রয়েছে তাতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকেও যুক্ত করা হোক। এই নিয়োগ সংক্রান্ত যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তাতে এখন রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কোনও মন্ত্রী। আগের কমিটিতে থাকতেন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। বিরোধীদের অভিযোগ, নিজেদের মনপসন্দ নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করার স্বার্থেই মোদি সরকার ও বিজেপি এই আইন প্রণয়ন করেছে। কেননা ৩ সদস্যের নয়া কমিটিতে প্রধানমন্ত্রীর মতের সঙ্গেই মত পোষণ করবেন তাঁরই মনোনীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রী। তিনি কখনই প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করবেন না। বরঞ্চ সেই বিরোধিতা হতে পারে লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির তরফে।

জাতীয় সিকল সেল অ্যানিমিয়া দূরীকরণ মিশনের আওতায়

এক কোটির বেশি মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে - যা নজিরবিহীন

নতুন দিল্লি, ২ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক গুরুত্বপূর্ণ এক মাইল ফলক অতিক্রম করেছে। জাতীয় সিকল সেল অ্যানিমিয়া দূরীকরণ মিশনের আওতায় এক কোটির বেশি মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে। এই মিশনের আওতায় ৩ বছরে ৭ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো, এঁরা কেউ সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত কিনা তা খুঁজে বের করা। সিকল সেল অ্যানিমিয়া একটি জিনগত রক্তের অসুখ, যা আক্রান্তের স্বাভাবিক জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মূলত আদিবাসী সমাজের নাগরিকরা এই রোগে আক্রান্ত হলেও অন্যেরাও অনেক সময় এই রোগে সংক্রমিত হন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মধ্যপ্রদেশের শাহদোলে ২০২৩-এর পয়লা জুলাই জাতীয় স্তরে সিকল সেল অ্যানিমিয়া দূরীকরণ মিশনের সূচনা করেন। ভারতের যেসব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আদিবাসী সমাজের মানুষরা বসবাস করেন, তাঁদের কারও সিকল সেল অ্যানিমিয়া আছে কিনা তা জানতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়াও কেউ যাতে এই রোগে আক্রান্ত না হন, তার জন্যেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ ১৭টি রাজ্যের ২৭৮টি জেলাতে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। অন্য রাজ্যগুলি হলো - আসাম, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড এবং কেরালা।

নন্দিনী চক্রবর্তীর নিয়োগ

সম্পূর্ণ অবৈধ' দাবি শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন স্বরাষ্ট্র সচিবের পোস্টিং অবৈধ বলে দাবি রাজ্যের বিরোধী দলনেতার। স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হিসাবে নন্দিনী চক্রবর্তীর দায়িত্বগ্রহণ অবৈধ বলে দাবি করে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিরোধী দলনেতা পোস্টে লিখেছেন, 'অবৈধভাবে রাজ্যের ডিজিপি হয়েছেন রাজীব কুমার। রাজীব কুমার যাতে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেন সেজন্য আরও একটি অবৈধ পোস্টিং দেওয়া হল। অবৈধভাবে জুনিয়র আইএএস অফিসার নন্দিনী চক্রবর্তীকে স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হল। তাঁর থেকে সিনিয়র ১৩ জন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এবং আরও ৫ জন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে ডিঙিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নন্দিনী চক্রবর্তীকে। ২০১৭ সালে আইএএস অফিসারদের পদ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে স্বরাষ্ট্র সচিবকে পদমর্যাদায় অতিরিক্ত মুখ্য সচিব হতেই হবে। এর অর্থই হল নন্দিনী চক্রবর্তীর নিয়োগ সম্পূর্ণ অবৈধ।'

এর আগে, বি পি গোপালিকা ছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব। নন্দিনী চক্রবর্তী ছিলেন পর্যটন দফতরের প্রধান সচিবের পদে। তারও আগে, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সচিব ছিলেন নন্দিনী। ১৯৯৪ ব্যাচের আইএএস অফিসার নন্দিনী। বাম আমলেও রাজ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। তার ঠিক কয়েকদিন আগেই রাজ্যের ডিজিপি করা হয়েছে রাজীব কুমারকে। সারদা মামলায় নাম জড়ানোর পর তাঁর বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা, যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শহরের রাস্তায় ধর্নায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এবার স্বরাষ্ট্রসচিব নিয়োগ নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী। পোস্টে বিরোধী দলনেতা উল্লেখ করেছেন, অবৈধভাবে রাজ্যের ডিজিপি হয়েছেন রাজীব কুমার। আর তাঁর কাজ যাতে কোনওভাবে বিঘ্ন না হয় তাই অবৈধ পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। এই নিয়োগ সম্পূর্ণ অবৈধ বলেও উল্লেখ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

পেনশন এবং পেনশনভোগী কল্যাণ বিভাগ মহিলা সশক্তিকরণ নীতি

অনুসরণ করে সিসিএস (পেনশন) আইনে পরিবর্তন আনায় পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে মহিলা সরকারি কর্মচারীরা তাদের স্বামীর পরিবর্তে সন্তান/ সন্তানদের মনোনিত করতে পারবেন

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : সিসিএস (পেনশন) আইন ২০২১-এ ৫০ নম্বর ধারার ৮ এবং ৯ উপধারায় সংস্থান রয়েছে একজন সরকারি কর্মী বা পেনশনভোগী মারা গেলে সেক্ষেত্রে প্রথমে পারিবারিক পেনশন পান তার স্ত্রী বা স্বামী। তারা মারা গেলে বা অযোগ্য বিবেচিত হলে পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে তাদের সন্তান বা পরিবারের অন্য সদস্যরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকেন। বিভিন্ন মন্ত্রক বা দফতর থেকে পেনশন এবং পেনশনভোগী কল্যাণ বিভাগের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে একজন মহিলা সরকারি কর্মচারী বা পেনশনভোগী ডিভোর্সের মামলায় পারিবারিক পেনশনে তার স্বামীর পরিবর্তে তার সন্তান/সন্তানদের মনোনিত করতে পারেন কি না। বিশেষত ওই জাতীয় ডির্ভোসের মামলায় ভারতীয় দন্ডবিধিতে বা গার্হস্থ্য হিংসা রোধ আইন বা যৌতুক রোধ আইনে মহিলাদের সুরক্ষার প্রশ্ন যেখানে নিহিত।

আন্তঃমন্ত্রক পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে, ভারতীয় দন্ডবিধিতে, গার্হস্থ্য হিংসা রোধ আইনে বা যৌতুক রোধ আইনে স্বামীর কাছ থেকে ডিভোর্স চেয়ে মহিলা সরকারি কর্মচারী বা পেনশনভোগী পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে তার স্বামীর পরিবর্তে, তার সন্তান বা সন্তানদের নাম মনোনিত করার অনুরোধ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে এই জাতীয় অনুরোধ নিম্নলিখিত ভিত্তিতে বিবেচিত হবে। ক. মহিলা সরকারি কর্মচারী বা পেনশনভোগীর আদালতে যেখানে ডিভোর্সের মামলা বকেয়া অথবা তিনি তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসা রোধ আইনে বা যৌতুক রোধ আইনে বা ভারতীয় দন্ডবিধিতে মামলা করেছেন সেক্ষেত্রে তিনি দফতরের প্রধানের কাছে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাতে পারেন, বকেয়া মামলা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হলে সেক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর পরিবর্তে যোগ্য সন্তান বা সন্তানদের নাম পারিবারিক পেনশেনর জন্য বিবেচিত হোক। খ. এক্ষেত্রে অনুরোধ জানানো মহিলা সরকারি কর্মচারী বা পেনশনভোগী বকেয়া মামলা চলাকালীন মৃত্যুতে নিম্নলিখিত উপায়ে পেনশন প্রদান করা হবে। ১. মামলা চলাকালীন মহিলা সরকারি কর্মচারী বা পেনশনভোগী যদি মারা যান এবং সেক্ষেত্রে তাদের যদি কোনো সন্তান না থাকে তাহলে তার স্বামীকে পারিবারিক পেনশন দেওয়া হবে।

২. মামলা চলাকালীন মহিলা সরকারি কর্মচারী বা পেনশনভোগী যদি মারা যান এবং সেক্ষেত্রে তাঁর সন্তান যদি নাবালক হয় অথবা মানসিক বা শারীরিক অক্ষমতার শিকার হয় সেক্ষেত্রে তার স্বামী সন্তানদের অভিভাবক হলে তাঁকে পারিবারিক পেনশন দেওয়া হবে। আর তিনি যদি সন্তানদের অভিভাবক না হতে চান সেই সন্তান বা সন্তানদের যিনি প্রকৃত অভিভাবক তাঁকে পারিবারিক পেনশনের জন্য মনোনিত করা হবে সন্তান যতক্ষণ পর্যন্ত না সাবালক হয়ে উঠছে।

৩. মামলা চলাকালীন মৃত মহিলা সরকারি কর্মচারী বা পেনশনভোগী যদি মারা যান সেই সময় যদি তাঁর সন্তান বা সন্তানরা সাবালক হন তাহলে তাদের পারিবারিক পেনশনের জন্য মনোনিত করা হবে। ৪. দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে সিসিএস (পেনশন) আইনে ৫০ নম্বর ধারা মোতাবেক যে সন্তান বা সন্তানদের নাম পারিবারিক পেনশনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারা অযোগ্য বিবেচিত হলে মৃত মহিলার অন্য সন্তানদের নাম নথিভুক্ত করা হবে। ৫. সিসিএস (পেনশন) আইনের ৫০ নম্বর ধারায় তাঁর সব সন্তানই যদি এই পারিবারিক পেনশনের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হয় তাহলে ওই মৃত মহিলার স্বামীর মৃত্যু বা পুনর্বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তাকে তা দেওয়া হবে। মহিলা সশক্তিকরণের লক্ষ্যে মহিলা কর্মচারী বা পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রে এই সংশোধনকে প্রগতিশীল হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০০৩ সংখ্যা ০৩ জানুয়ারী, ২০২৪ বুধবার ১৭ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

দ্বন্দ্ব নিয়েই ৩ বার মুখ্যমন্ত্রী মমতা

পৃথিবীর সব দলে দ্বন্দ্ব আছে। দ্বন্দ্ব নিয়েই মমতা ৩ বার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন।" তৃণমূলের অন্দরে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব আবহের মধ্যেই 'বিস্ফোরক' মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা। এদিন উত্তরপাড়ায় তৃণমূলের দ্বন্দ্ব নিয়ে মন্ত্রী বলেন, "দ্বন্দ্ব ছিল, আছে, থাকবে।ওদিকে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্বের মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে, ছাগলের তৃতীয় সন্তান হবে বাংলা। মমতার কারণেই দেশে রাজনীতির চর্চায় রয়েছে বাংলা। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই দেশের রাজনীতিতে সবসময়ই বাংলা যে আলোচনায় থাকে, তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন থাকবে না, সেদিন বাংলা ছাগলের তৃতীয় সন্তানে পরিণত হবে। মায়ের দুধ খাওয়ার জন্য ছটফট করবে, পাবে কিনা আমি জানি না। খুব সাবধানে থাকবেন।" এরপর এদিন আবার 'দলের রাশ' নিয়ে মুখ খোলেন ফিরহাদ হাকিম। তৃণমূলে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব জল্পনার মধ্যেই পুরমন্ত্রী বলেন, "দলের রাশ আমার মনে হয় কোনও জায়গায় যাচ্ছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই শেষ কথা।" একইসঙ্গে সুব্রত বক্সীরও পাশে দাঁড়ান ফিরহাদ হাকিম।পৃথিবীর সব দলে দ্বন্দ্ব আছে। দ্বন্দ্ব নিয়েই মমতা ৩ বার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আমাদের লড়াই পশ্চিমবঙ্গের বুকে বিজেপিকে শূন্যে নামিয়ে আনা।" পাশাপাশি, দলের অন্দরে মমতা-অভিষেক দ্বন্দ্বের জল্পনা প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন তিনি। বলেন, "মমতা-অভিষেক কোনও দ্বন্দ্ব নেই। লড়াই বলে যেভাবে প্রচার হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। মমতাকে আমাদের নেত্রী চাই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমাদের সমানভাবে চাই। কর্মীদের বলব, রাস্তায় নেমে মানুষকে বলুন যে এই স্বৈরাচারী সরকার যদি থাকে তাহলে আমাদের বাগরুদ্ধ হয়ে যেতে হবে।"উল্লেখ্য, গতকাল তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসেই নবীন-প্রবীণ ইস্যুতে শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বাগযুদ্ধ চরমে ওঠে। দলে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্বের আবহের মধ্যে সুব্রত বক্সী বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতের রাজনীতিতে আমাদের সাধারণ সম্পাদক। স্বাভাবিকভাবেই এই নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি লড়াই করেন, নিশ্চিতভাবে আমার ধরনা, তিনি লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছিয়ে যাবেন না। যদি লড়াই করেন, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই সামনে রেখে লড়াই করবেন। এবং জোড়াফুলকে সামনে রেখেই লড়াই করবে এব্যাপারে নিশ্চিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক যিনি আছেন, একত্রিত লড়াই করে বাংলার বুক থেকে বিজেপি ঠেকিয়ে দেবে। এই প্রত্যাশা আমাদের আছে।" সুব্রত বক্সীর এই মন্তব্যকে আবার একহাত নেন কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন,"অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলেই আছেন। তৃণমূলেই থাকবেন। এই অভিষেক পিছিয়ে যাবে না, এই বাক্যগঠনটা বোধহয় পুর্নবিবেচনা প্রয়োজন। অভিষেকের পিছিয়ে যাওয়ার কথাটা আসছে কী করে? আমার মনে হয়, এই বাকয়গঠনটায় কোনও একটু সমস্যা আছে। অভিষেক পিছিয়ে যাবে না, মানেটা কী? ও তো নেতা, নেতৃত্ব দিচ্ছে।"

তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লির ভারতীদসন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮তম সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি, ০২ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীর ভারতীদসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮তম সমাবর্তনে ভাষণ দিলেন। তিনি কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান করেন। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৪-এ সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রথম আলাপচারিতা হিসেবে এই সমাবর্তন তাঁর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও প্রধানমন্ত্রী এবারই প্রথম যোগ দিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাধারণভাবে একটি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে একের পর এক কলেজ তার আওতায় আসে। ভারতীদসন বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী। নামকরা একাধিক কলেজকে একত্রিত করে তৈরি হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের সভ্যতা বরাবরই জ্ঞান ভান্ডারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী প্রাচীন যুগের নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেন। কাঞ্চিপুরম, গঙ্গাইকোন্ডা, চোলাপুরম এবং মাদুরাইতেও নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীরা আসতেন বলেও তিনি মনে করিয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সমাবর্তনের ধারণাটিও প্রাচীন। এক্ষেত্রে তিনি তামিল সঙ্গমমু এর প্রসঙ্গ তুলে ধরেন, যেখানে বিদ্বজনেরা একত্রিত হয়ে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতেন এবং বৃহত্তর সমাজে তাঁদের কাজের প্রতিফলন ঘটতো। এই রীতি আজও অব্যাহত। তরুণ শিক্ষার্থীরা এক সুবিশাল ঐতিহাসিক জ্ঞান ভান্ডারের অংশ। দেশের বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবদানের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বহিরাগতদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবিন্দু হ'ল দেশের জ্ঞান ভান্ডার। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এবং স্যর আন্নামালাই চেত্তিয়ারের হাতে বিংশ শতকে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ অবদান রেখেছিল। আধুনিক ও উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বিকাশের প্রাথমিক শর্ত বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সারা বিশ্বের আঙিনায় সম্ভ্রম আদায় করে নিচ্ছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনার জন্য প্রধানমন্ত্রী তরুণ গবেষকদের কাছে আবেদন রাখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্র নাথের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দেন। ২০৪৭ সাল নাগাদ বিকশিত ভারত গড়ে তোলায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। ভারতের তরুণ সমাজ নতুন বিশ্ব গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এক্ষেত্রে অতিমারীর মোকাবিলা, চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্য এবং ২০১৪'য় মেধাস্বত্ত্বের সংখ্যা ৪ হাজার থেকে এখন প্রায় ৫০ হাজার হয়ে যাওয়ার বিষয়টি উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। ক্রীড়া, সঙ্গীত, শিল্প সবক্ষেত্রেই ভারতীয়রা বর্তমান বিশ্বে নজির তৈরি করে চলেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। বিগত ১০ বছরে ভারতের বিকাশের খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিমানবন্দরের সংখ্যা ৭৪ থেকে বেড়ে প্রায় ১৫০ হয়েছে। বন্দরগুলির পণ্য আদান-প্রদানের ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়েছে। দেশে সড়ক তৈরি হচ্ছে দ্বিগুণ তৎপরতার সঙ্গে। স্টার্টআপ্ এর সংখ্যা ১০০-রও কম থেকে বেড়ে প্রায় ১ লক্ষে পৌঁছেছে। বিশ্বের সামনে আসা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ভারত এখন যেভাবে পথ দেখাচ্ছে, তা অত্যন্ত আনন্দের বলে প্রধানমন্ত্রী মতপ্রকাশ করেছেন। জি-২০'র প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করা, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা, বিশ্বের সরবরাহ-শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করা সব ক্ষেত্রেই ভারতীয়রা এখন অগ্রণী ভূমিকায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার যাত্রায় কোনও সমাপ্তি নেই। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রণালীর পর মানুষ শিক্ষক হিসেবে পায় সামগ্রিক জীবনধারাকে। অর্জিত জ্ঞান ভান্ডারের পরিমার্জন এবং তাকে আরও উন্নত করে তোলা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে অস্তিত্ব রক্ষায় এই বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল তথা ভারতীদসন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শ্রী আর এন রবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম কে স্ট্যালিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এম সেলভম প্রমুখ।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেজন্য ছোটবেলা থেকেই পিতামাতা সহ বড় ভাইবোনরা ছোটদের ধর্মীয় আচার-আচরণের শিক্ষা দিয়ে থাকে। আর এই কলাকৌশলগুলো পরিবারের বড়দের কাছ থেকেই প্রতিটি শিশু শিখে থাকে। তা সে যেই ধর্মের অনুসারীই হোক। তাই প্রতিদিন সকালবেলা দেখা যায়, ছোটছোট ছেলে-মেয়েরা ধর্মীয় বই নিয়ে চলে যায় মক্তবে। কেউ যায় মন্দিরে। কেউ যায় গির্জায়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

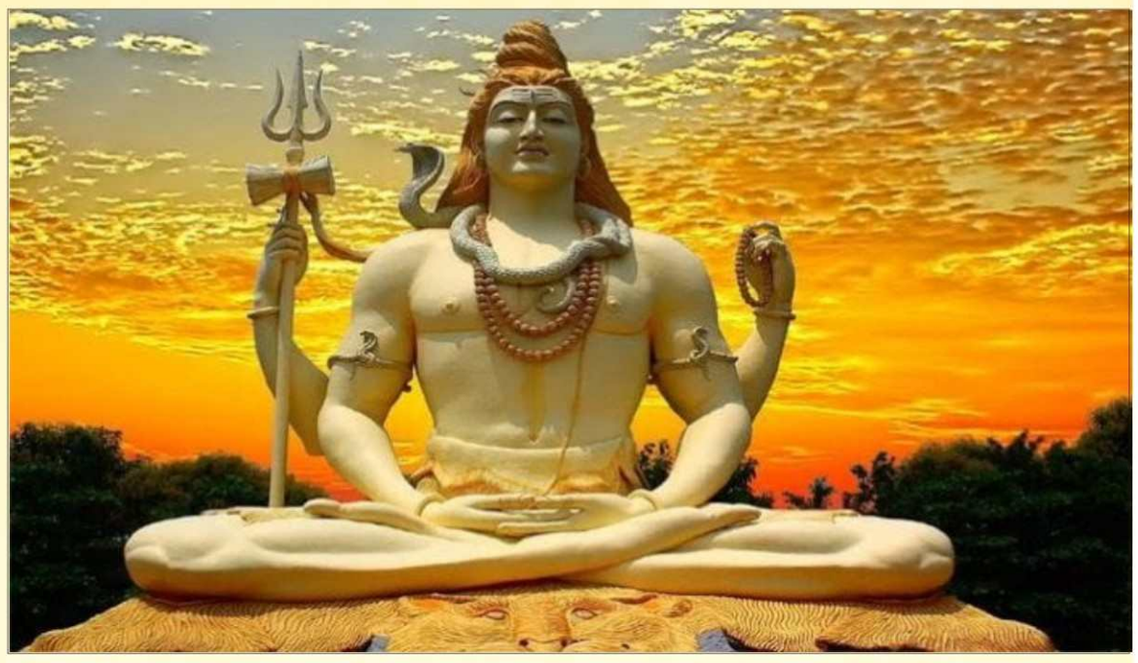

মানুষ মায়ের পেটে থেকে কিছু শিখে আসে না!জন্ম নেওয়ার পর থেকেই এই পৃথিবীর বুকে বড় হওয়ার সময় তার বিবেক, বুদ্ধি ,বিবেচনা, বিশ্লেষণ মধ্য দিয়ে সঠিক শিক্ষা অর্জন করে। পৃথিবীর বুকে যত পাণ্ডিত্য জন্মগ্রহণ করেছে, তারা জন্মানোর পর হইতে পণ্ডিত হয়নি। তাদের শিক্ষা এবং কর্ম আর ধৈর্য্য পাণ্ডিত্য জায়গায় নিয়ে গেছে, সমাজের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের চিরাচরিত ইতিহাস তাই বলছে। আমাদের সমাজের সঠিক শিক্ষা এবং দীক্ষার অভাব আছে, ।সব মানুষ সঠিক শিক্ষা যদি শিক্ষিত হয় ,তাহলে আমাদের সমাজ অনেক উন্নতি হবে।আজো এই সমাজে এমন মানুষ আছে যাদের পুঁথিগত শিক্ষা অনেক উচ্চস্থানে লাভ করেছে, কিন্তু মানবিকতার সামাজিক শিক্ষা তারা অনেকটাই পিছিয়ে।সেই কারণে আমরা সবাই জঘন্যতম সামাজিক ব্যাধি আজও শিকার হচ্ছি । আমরা সবকিছু জেনে বুঝে কেমন যেন নির্বাক, নিজের স্বার্থের বাইরে কিছু ভাবতে পারিনা আমার ।চিরাচরিত ইতিহাস বলছে বেশিরভাগ মানুষ স্বার্থনেশি, নিজের স্বার্থ ছাড়া ভাবতে পাড়ার মতন বিবেক শক্তি অনেকের নেই।সেই কারণে বিশ্বজুড়ে আজ মহামারি আকার ধারণ করেছে, তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে।পৃথিবীতে যখন পাপের ভরপুর হয়েছে, তখনই পৃথিবীর কোনো না কোনো কারণে ধ্বংস করেছে পৃথিবীর রক্ষা কর্তা।তিনি এই ব্রম্ভান্ডের সর্বত্র বিরাজমান ছিল, তেমনই বহু তথ্য উঠে এসেছে আমার অনুসন্ধান বা গবেষণাতেই।ইচ্ছা শক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে, হয়তো অনেকেই অনেক কিছু করতে বাধ্য হয়েছে ।কিন্তু ইচ্ছাশক্তির মানুষের বড় করার মহৌষধি।যার ইচ্ছা শক্তি যতটা বেশি, সে ততো বেশি গভীরে গিয়ে তার নিজের কর্ম দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছে তার প্রতিষ্ঠিত জায়গা।পৃথিবীতে ইচ্ছাশক্তি প্রবল এক মহামানবের জন্মগ্রহণ হয়েছিল, পৃথিবী আজব তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। তৎকালীন সময়ে পৃথিবী সম্পূর্ণ জলে ভরা, তেমনি কথা পৌরাণিক ভাবে কিছু পাঠ্যপুস্তক ও কাগজে লিপিবদ্ধ আছে।তাই আমাদের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগেকার ইতিহাস ও আমরা আজও জানতে পারি। সেই কারণে আর সেই তথ্য খুঁজতে গিয়েই বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য বেরিয়ে আসে যা আজও হিন্দু সনাতনী ধর্মের সঙ্গে অনেকটাই মিল আছে। প্রাচীন সনাতনী ধর্ম অবলম্বী কিছু মানুষ তাদের কর্ম, শিক্ষা, ও ধর্ম সংস্কৃতিবান দিয়ে তাদের নিজেরাই আজ সত্যের পথের পথিক হয়ে ঈশ্বরের পরিণতি হয়েছে। আজ আমরা যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি এটা কতটা সঠিক পথ, তা হয়তো আমাদের অনেকের অজানা। ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা,তৎকালীন যুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু ব্যক্তি যুদ্ধ এবং বিগ্রহ শামিল হয়েছিল।ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বয়ং নিজেই আবির্ভূত হয়েছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে,এই থেকে জন্ম হয় পৃথিবীর বুকে রাজনীতি। আর এই রাজনীতি করেছিল স্বয়ং ভগবান শিব নিজেই,সেই নাই প্রতিষ্ঠা করার রাজনীতি আজ আর আমরা এখন দেখতে পাই না।আসলে এ কথাটি বলার মতন বা লেখার মতন ইচ্ছা আছে আমার ছিলনা। কিন্তু আমি সমাজের বহু তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বারবার উপলব্ধি করেছি, রাজনীতির জন্ম সূত্রপাত কোথা থেকে তাই এ কথাটি লিখতে বাধ্য হলাম।এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবাদিদেব মহাদেব তিনি সত্য ন্যায় পথিক ছিলেন,এই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেবাদিদেব নিজেই রাজনীতি করেছিল এই থেকে রাজনীতির সূত্রপাত।তবে রাজনীতি নিয়ে আজ লেখার কোন বিষয় বস্তু নয়, গবেষণার তথ্য অনুযায়ী এ কথাটি লিখতে বাধ্য হয়েছি। ফিরে আসি দেবাদিদেব মহাদেবের আদি কথাতে, শিবের আরাধনা করে বহু মানুষ বহু উপকৃত হয়েছে। তেমনি তথ্য বিশ্বজুড়ে বিরাজমান। বেকার দের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় না তারা যতই শিক্ষিত হোক না কেন। বেকাররা সমাজ ও আত্মীয় পরিজন দের কাছে বোঝা। বেকার দের সঙ্গে কেউ কথা বলেনা উৎসাহ দেয় না। বেকারত্ব হল সমাজের অভিশাপ। আর এই অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে শিবের সরনাপন্ন হওয়া একটা পথ। কারন দেবাদিদেব মহাদেব অল্প তে সন্তুষ্ট হন। তাই মহাদেবের নাম জপ করুন বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। মহাদেবের বিভিন্ন নাম রয়েছে এই বিশেষ নামগুলির স্থানভেদে বিভিন্ন মাহাত্ম্য রয়েছে,এই নামগুলি জপ করার ফলে অনেক সাফল্য যেমন আসবে তেমন বেকারত্বও কাটবে এবং তা নিম্নে আলোচনা করা হল। সবটাই আমাদের কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে বেশ অনেক তথ্যই রয়েছে যা অনেকেরই আজও অজানা। এই সমস্ত গোপন তথ্য আপনার জীবনেও মিরাকেল ঘটাতে পারে। এমনই বেশ কিছু গোপন তথ্য রয়েছে শিব এবং পার্বতীকে নিয়েও। শিব হলেন হিন্দু ধর্মের প্রধান তিন দেবতার মধ্যে অন্যতম। তিনি সমসাময়িক হিন্দুধর্মের তিনটি সর্বাধিক প্রভাবশালী শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা। শিব হলেন ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়ের দেবতা। কথিত আছে, শিব কৈলাস পর্বতে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করে। আবার গৃহস্থে তিনিই পার্বতীর স্বামী। পার্বতী হিন্দু দেবী দুর্গার একটি রূপ। তিনি শিবের স্ত্রী এবং আদি পরাশক্তির এক পূর্ণ অবতার। তিনি গৌরি নামেও পরিচিত। শিব জীবনের বিভিন্ন সময়ে পার্বতীকে এমন অনেক মূল্যবান কথা বলেছিলেন যা আজও অনেকেরই অজানা। তবে আমরা এটা সবাই জানে তেত্রিশ কোটি দেবতার একেক জনের একেক রকমের বেশ। তবে এর মধ্যে শিব ঠাকুরের পোশাক কিন্তু বেশ 'ইউনিক'। বাঘছালকে পোশাক হিসেবে পরতে দেখা যায় একমাত্র তাঁকেই। মাথায় জটা, জটায় সাপ আর পরনে বাঘছালই অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে দেয় শিব ঠাকুরকে। শিবের কাহিনি অনাদি কালের। হরপ্পা সভ্যতায় পূজা পেতেন এক যোগী পশুপতি। পরবর্তী কালের আর্য ঋষিরা পশুপালক ভেষজরক্ষক একাদশ রুদ্রের স্তোত্র রচনা করেছেন। আর্য ঋষিরা কিন্তু লিঙ্গ-উপাসক শিশ্নদেব, উন্মত্তবৎ আচরণ করা কেশী ও পিঙ্গলবস্ত্রধারী মুনিদের কথা জানতেন । বৌদ্ধদের মতে শিব হলেন দেবপুত্ত। দীঘ নিকায় গ্রন্থে লেখা আছে বেন্হু বা বিষ্ণু ও ঈশান বুদ্ধকে দেখতে এসেছেন। মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে এসে উমা, বিনায়ক, আয়াপ্পান ও স্কন্দ সহ নানা গ্রামদেবতার মত শিব দেবলোকে প্রতিষ্ঠা পেলেন। এই ইতিহাস আদি অনাদিকাল ধরে বয়ে চলেছে,হিন্দু শাস্ত্র মতে সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের দেবতা হলেন মহাদেব। এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ও মানুষ সৃষ্টির মূল কারিগর হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তবে ইতিহাস

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

রণবীরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে আলোচনায়, 'আশিকি-থ্রি'তে অভিনয় করবেন সেই তৃপ্তি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অনেক দিন আগেই নির্মাণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল 'আশিকি-থ্রি' ছবি। কিন্তু কে থাকছেন এ ছবির প্রধান দুই চরিত্রে, তা নিয়ে নির্মাতারা মুখ খোলেননি। যে কারণে ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে দর্শকের মাঝে অনেক দিন ধরেই চলছিল জল্পনাকল্পনা। সেই জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে ছবির প্রযোজনা সূত্র জানিয়ে দিল, 'আশিকি-থ্রি' ছবিতে থাকছেন তৃপ্তি ডিমরি। তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে অভিনেতা কার্তিক আরিয়ানকে। খবরটি অনেকের কাছেই চমকে যাওয়ার মতো। কেননা 'আশিকি' নিয়ে সিনেমাপ্রেমীদের যে আগ্রহ, তা এ জুটি কতটা পূরণ করতে পারবে সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে নির্মাতারা আশাবাদী। কারণ কার্তিক এরই মধ্যে বলিউডে নিজের অবস্থান শক্ত করে নিয়েছেন। তৃপ্তিকে নিয়ে দর্শকের কৌতূহলের শেষ নেই। 'অ্যানিম্যাল'- এই একটি ছবি পুরোপুরি বদলে দিয়েছে অভিনেত্রী তৃপ্তি ডিমরির ক্যারিয়ার। দর্শক প্রশংসার পাশাপাশি পেয়েছেন 'জাতীয় ক্রাশ' খেতাব, যা এতদিন ছিল দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানার দখলে। অথচ 'অ্যানিম্যাল' ছবির প্রধান নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করে রাশমিকা যতটা না আলোচনায় এসেছেন, তার চেয়ে বেশি শোরগোল তৃপ্তিকে নিয়ে। সেটাকেই পুঁজি করে নির্মাতা ছুটছেন তৃপ্তির কাছে। 'আশিকি' ফ্যাঞ্চাইজির নতুন ছবির জন্য তাই তৃপ্তিকে নির্বাচন করা বলে উল্লেখ করেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো। আরও জানিয়েছে, 'আশিকি-থ্রি' পরিচালনার দায়িত্বভার সামলাবেন অনুরাগ বসু। সঙ্গে থাকছেন সংগীত পরিচালক প্রীতম। এরই মধ্যে ছবিটি নিয়ে অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন। লিখেছেন, 'একটি দারুণ ছবি হতে চলেছে। অনুরাগ বসুর সঙ্গে এটিই আমার প্রথম কাজ। তখনই জানা গিয়েছিল, এই ছবির জন্য নায়িকার খোঁজ চলছে। নাম এসেছিল দীপিকা পাড়ুকোনেরও। তবে সব নায়িকাকে সরিয়ে এই ছবিতে জায়গা করে নিচ্ছেন তৃপ্তি।' এ বিষয়ে তৃপ্তি এখনও তাঁর মন্তব্য তুলে ধরেননি। তবে নির্মাতা সূত্রে জানা গেছে, ছবিটি নিয়ে এ অভিনেত্রী উচ্ছ্বসিত। এই ফ্যাঞ্চাইজির আগের ছবিগুলো এই অভিনেত্রীকে মুগ্ধ করেছে বলেও জানিয়েছেন। একই সঙ্গে বলেছেন, 'দর্শক হিসেবে যে ছবিটি ভীষণ পছন্দের, সেই ছবির নতুন কিস্তিতে অভিনেত্রী হিসেবে যুক্ত হতে পারাটা অন্যরকম আনন্দের।' অভিনেতা-অভিনেত্রী চূড়ান্ত হলেও ছবির শুটিং কবে শুরু হবে তা নিয়ে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এখনও ঘোষণা দেয়নি। তবে এটুকু আভাস দিয়েছে নতুন বছরের প্রথম ভাগেই শুরু হবে 'আশিকি-থ্রি'র নির্মাণ। ১৯৯০ সালে মুক্তি পেয়েছিল 'আশিকি' ছবিটি। এর প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রাহুল রায় ও অনু আগরওয়াল। তরুণ দুই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে ছবি নির্মাণ করা হলেও তা দর্শকের মাঝে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এরপর ২০১৩ সালে নির্মাণ করা হয় 'আশিকি'র সিকুয়েল। ১৩ বছর পর কোনো বলিউড ছবির সিকুয়েল নির্মাণের নজির এর আগে খুব একটা দেখা যায়নি। তাই ছবিটি দর্শক মনোযোগ কাড়বে কিনা, তা নিয়ে অনেকে সংশয়ে ছিলেন। তবে সেই সংশয় কেটে গিয়েছিল অল্প সময়ের ব্যবধানে ছবিটি দর্শকের মাঝে সাড়া ফেলায়। শুধু তাই নয়, 'আশিকি-টু' ছবিতে অভিনয় করে শ্রদ্ধা কাপুর ও আদিত্য রায় কাপুরও কুড়িয়েছিলেন দর্শক প্রশংসা। এবার দেখার অপেক্ষা কার্তিক আরিয়ান ও তৃপ্তি ডিমরি জুটিকে দর্শক কীভাবে গ্রহণ করেন।

প্রেমিকের সঙ্গে মুম্বাই ছাড়লেন সুহানা

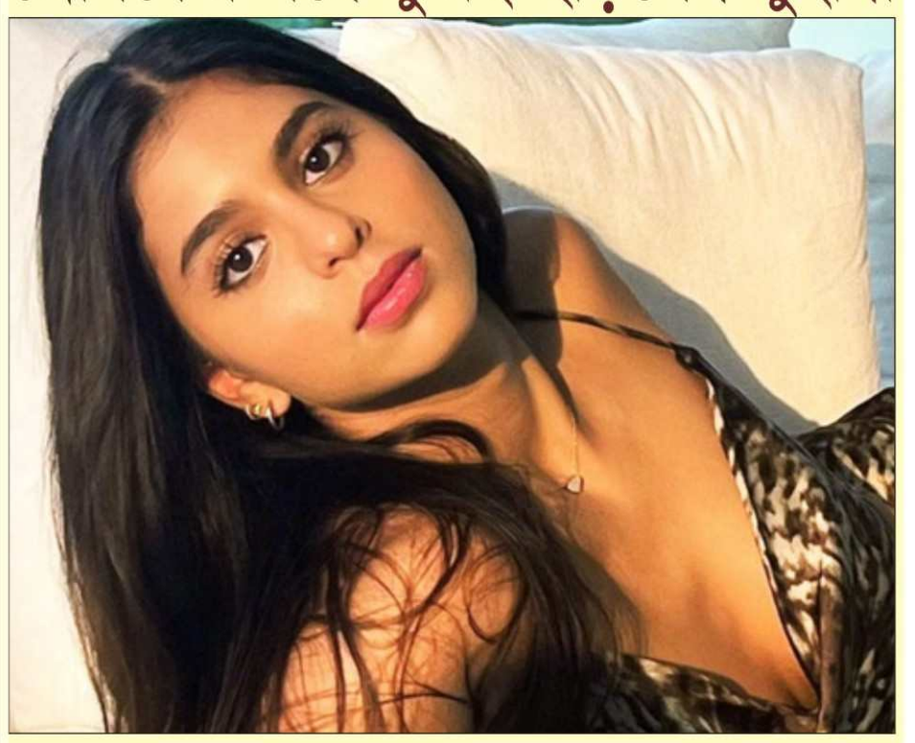

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নতুন বছর শুরু হতে আর মাত্র বাকি দুদিন। এরই মধ্যে বালিউডের তারকারা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে নতুন বছর উদযাপন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ তালিকায় রয়েছে বলিউডবাদশা শারুখ কন্যাও। জানা যায়, বর্ষবরণ করতে প্রেমিকের সঙ্গে মুম্বাই ছাড়লেন সুহানা।

বলিউডে পা রাখার আগে থেকেই তাদের সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। শাহরুখ-কন্যা সুহানা খান ও অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা। প্রায় বছরখানেক ধরে নাকি প্রেম করছেন তারা। জয়া আখতারের 'দি আর্চিজ'-এর সেটে কাজ করতে গিয়েই নাকি ঘনিষ্ঠতা বাড়ে দুই তারকা-সন্তানের। বন্ধুত্ব গড়ায় প্রেমে। যদিও এখনও জনসমক্ষে নিজেদের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি সুহানা বা অগস্ত্য কেউই। তবে প্রেমে তেমন রাখঢাক নেই চর্চিত যুগলের।

কয়েক মাস আগে এক অনুষ্ঠানে সুহানার উদ্দেশে চুম্বন ছুড়ে দিয়েছিলেন অগস্ত্য। তার সপ্তাহখানেক পরে এক পার্টিতেও অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখা গিয়েছিল তাদের। 'দি আর্চিজ'-এর প্রচারমূলক অনুষ্ঠানেও চোখে পড়েছে তাদের রসায়ন। চলতি মাসে মুক্তি পেয়েছে সেই ছবি। বছরের শেষে ফের একই ফ্রেমে দেখা মিলল সুহানা ও অগস্ত্যের। বর্ষবরণ করতে একসঙ্গে মুম্বাই ছাড়লেন চর্চিত যুগল।

যদিও তাদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে অগস্ত্যের বোন নব্যা নন্দাকেও। খবর, নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত আলোচনা এড়াতেই নাকি নব্যাকেও তাদের সঙ্গে ছুটি কাটাতে নিয়ে যাচ্ছেন সুহানা ও অগস্ত্য। যদিও ঠিক কোথায় যাচ্ছেন তারা, তা এখনও জানা যায়নি।

অন্য দিকে, নব্যার সঙ্গে গত বছর থেকেই নাম জড়িয়েছে 'খো গয়ে হম কাঁহা' খ্যাত অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীর। ইতিমধ্যেই তাদেরও একসঙ্গে দেখা গিয়েছে একাধিক পার্টিতে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই নাকি তিনিও যোগ দেবেন সুহানা, অগস্ত্য ও নব্যার সঙ্গে।

সাইফের প্রথম স্ত্রীর নাম শুনেই কেন কেঁদেছিলেন মা শর্মিলা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খান। নবাব বলেও পরিচিত তিনি। তার মা শর্মিলা ঠাকুরও ছিলেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি দু'জনে একসঙ্গে গিয়েছিলেন প্রযোজক এবং পরিচালক করন জোহরের 'কফি উইথ করন' শো-তে।

আর সেখানে গিয়েই কথা ওঠে, সাইফের প্রথম স্ত্রী বলিউড অভিনেত্রী অমৃতা সিং সম্পর্কে। তখনই তিনি শোনান তাদের বিয়ের গল্প।

বলিউডে অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার আগেই সংসার পেতেছিলেন সাইফ আলি খান। মাত্র ২১ বছর বয়সে অভিনেত্রী অমৃতাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। সেই সময় অমৃতার বয়স ৩৩।

১৯৯১ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন তারা। প্রায় দেড় দশক সংসার করার পর ২০০৪ সালে বিবাহবিচ্ছেদ হয় সাইফ-অমৃতার। তার প্রায় এক দশক পরে ২০১২ সালে বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুরকে বিয়ে করেন সাইফ।

সাইফের সঙ্গে কারিনার বিয়ের সময় সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাদের পরিবারের সদস্যরা। তবে অমৃতার সঙ্গে বিয়ের সময় নাকি সে খবর বাড়িতে আগে থেকে কাউকে জানাননি সাইফ।

করনের ওই কফি-আড্ডায় শর্মিলা জানান, অমৃতার সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ের কথা জানতে পেরে নাকি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি!

সাইফ বলেন, "আমাকে মা ডেকে বললেন- 'আমরা জানি কিছু একটা ব্যাপার চলছে।' তো আমি তখন পুরো ঘটনাটা বললাম।"

"মা আমাকে তখন বললেন, 'ঠিক আছে, শুধু বিয়ে করে ফেলো না'। আমি তখন জানাই যে, গতকালই আমি বিয়ে করে ফেলেছি," বলেন সাইফ।

সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করে সাইফ জানান, তার কথা শুনে নাকি চোখে পানি চলে এসেছিল শর্মিলার। তার কথায়, "আমি আগে অমৃতার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমার ওকে ভাল লেগেছিল।"

শর্মিলা তারপর জানান, তিনি বা সাইফের বাবা (ভারতীয় ক্রিকেট তারকা প্রয়াত টাইগার পতৌদি) কখনও ভাবেননি যে, ছেলে তাদের না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলবে!

১৯৯১ সালে বিয়ের পর ২০০৪ সালে বিবাহবিচ্ছেদের পথে হাঁটেন সাইফ-অমৃতা। তবে এবার আর ভুল করেননি সাইফ। বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তের কথা প্রথম মা শর্মিলাকেই জানিয়েছিলেন অভিনেতা।

শর্মিলার কথায়, "এত বছরের একটা সম্পর্ক যখন ভাঙে, তখন সেটা মোটেই সুখকর নয়। তাছাড়া আমরা সবাই সারা ও ইব্রাহিমকে খুব ভালবাসতাম। আর ইব্রাহিমের তখন মাত্র তিন বছর বয়স। টাইগারের খুব আদরের ছিল ও। সাইফ ও অমৃতার বিচ্ছেদের পরে বাচ্চাদের থেকে দূরে থাকা আমাদের পক্ষে আরও কষ্টকর ছিল।"

এবার বন্ধু-কন্যার সঙ্গে জুটি বাঁধছেন খিলাড়ি!

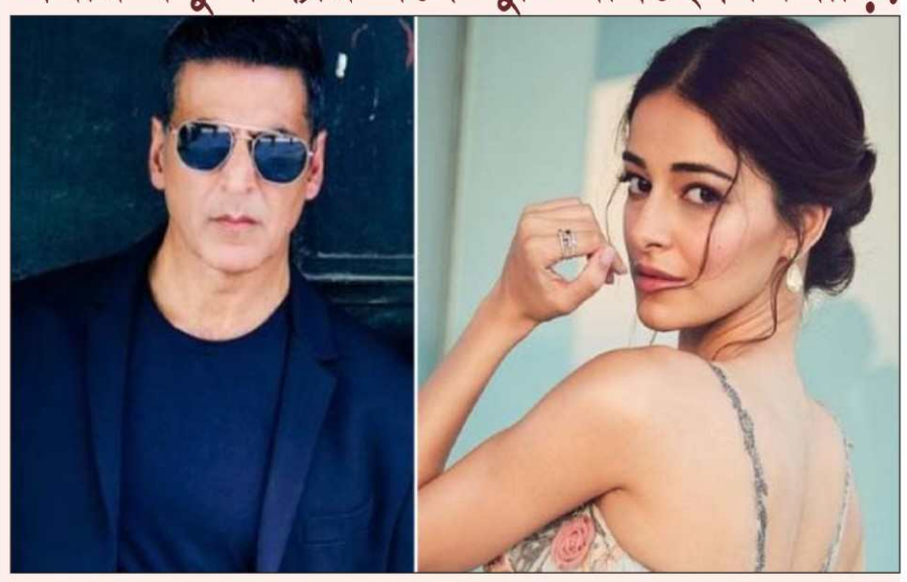

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেরিয়ারের রেখচিত্র নিম্নমুখী হওয়ার পাশাপাশি বার বার সমালোচনার শিকার হচ্ছেন অক্ষয় কুমার। বলিপাড়ার একাংশের দাবি, অনবরত বিতর্ক-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়েও একই ভুল করে চলেছেন তিনি।

নিজের চেয়ে অনেক কমবয়সি অভিনেত্রীদের সঙ্গে বড় পর্দায় রোম্যান্স করা নিয়ে অতীতে কটাক্ষের শিকার হয়েছিলেন অক্ষয়। মানুষী চিল্লর, সোনাক্ষী সিন্‌হা- সকলেই অভিনেতার চেয়ে বয়সে অনে কম। খবর আন্দবাজার পত্রিকার।

'পৃথ্বীরাজ' ছবি মুক্তির পর তীব্র সমালোচনা শুরু হয় অক্ষয়কে ঘিরে। এই ছবিতে অক্ষয়ের বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা যায় মানুষী চিল্লরকে।বলিপাড়ার একাংশ দাবি করেন যে নিজের সন্তানের বয়সি অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয় করতে পিছপা হন না অক্ষয়। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে এর বিপরীত অবস্থা কখনও দেখা যায় না।

কোনও অভিনেত্রীকে তার চেয়ে কমবয়সি অভিনেতার সঙ্গে পর্দায় রোম্যান্স করতে সচরাচর দেখা যায় না। বলিপাড়ায় এই 'বৈষম্য' নিয়ে আলোচনাও কম হয়নি। তবে আলোচনা-সমালোচনার পরেও ভ্রুক্ষেপ করেননি অক্ষয়। বলিপাড়া সূত্রে খবর, বলি অভিনেতা চাঙ্কি পান্ডের কন্যা অনন্যা পান্ডের সঙ্গে একই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে অক্ষয়কে।

যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে অক্ষয় তার নতুন ছবি নিয়ে প্রকাশ্যে কিছুই বলেননি। তবে ক্যামেরাশিকারিদের ক্যামেরার লেন্সে অক্ষয়ের সঙ্গে ধরা দিয়েছেন অনন্যা। আইআইটি রুড়কি ক্যাম্পাসের ভিতর অক্ষয় এবং অনন্যাকে একসঙ্গে দেখতে পেয়েছিলেন ক্যামেরাশিকারিরা। অনন্যার পরনে ছিল শাড়ি।

সম্প্রতি কেদারনাথের মন্দিরেও দেখা গিয়েছে অক্ষয়কে। বলিপাড়ার একাংশের দাবি, অক্ষয় এবং অনন্যা একসঙ্গে ছবির শুটিং করছেন। বলিপাড়ায় কানাঘুষো শোনা যায়, 'শঙ্করা' নামের একটি ছবির শুটিং করছেন অক্ষয় এবং অনন্যা। কারও দাবি, এই ছবিতে অনন্যার সঙ্গে প্রেম করতে দেখা যেতে পারে অক্ষয়কে।

আবার বলিপাড়ার একাংশের দাবি, অক্ষয়ের প্রেমিকা বা স্ত্রীর চরিত্রে নয়, অক্ষয়ের সহকর্মীর ভূমিকায় ছবিতে দেখা যেতে পারে অনন্যাকে। কিন্তু অক্ষয়ের সঙ্গে অনন্যাকে দেখা যাওয়ার পর অভিনেতাকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। অক্ষয় তার কেরিয়ারের গোড়ার দিকে অনন্যার বাবা চাঙ্কির সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। দু'জনে খুব ভাল বন্ধুও।

এক দিকে চাঙ্কির সঙ্গে, অন্য দিকে চাঙ্কি-কন্যার সঙ্গেও অভিনয় করছেন অক্ষয়। ফলে আবার কমবয়সি অভিনেত্রীর সঙ্গে অভিনয়ের জন্য কটাক্ষের শিকার বলিউডের 'খিলাড়ি'।

ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত,

শাস্তির মুখে লামিচানে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নেপালের সাবেক অধিনায়ক ও লেগ স্পিনার সন্দীপ লামিচানের বিরুদ্ধে ওঠা ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত শেষে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন কাঠমান্ডু জেলা আদালত। জেলা আদালতের বিচারক শিশির রাজ ঢাকালের এক সদস্যের বেঞ্চ লামিচানেকে নিয়ে সিদ্ধান্ত জানান। আদালত পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধর্ষণের শিকার নারী নাবালিকা ছিলেন না। যদিও অভিযোগে বলা হয়েছিল, লামিচানে নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছেন।

শুনানিতে লামিচানেকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে লামিচানের বিরুদ্ধে এখনও চূড়ান্ত শাস্তি ঘোষণা করা হয়নি। হাইকোর্টে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবেন তিনি। বর্তমানে ২০ লাখ নেপালি মুদ্রার বন্ডের বিনিময়ে জামিনে মুক্ত রয়েছেন তিনি। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে লামিচানের বিরুদ্ধে সম্ভ্রমহানির অভিযোগ এনে এক কিশোরী মামলা করে। বিষয়টি তদন্ত করে তাকে গ্রেফতারে ওয়ারেন্ট জারি করে দেশটির প্রশাসন। আর এই ওয়ারেন্টের পরেই দেশটির ক্রিকেট বোর্ড এই লিগ স্পিনারকে নিষিদ্ধ করে। এরপর একই বছর ৪ নভেম্বর কাঠমান্ডুর জেলা আদালত লামিচানেকে জেলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে পরে হাইকোর্টে যান তিনি। যেখানে জামিন পেয়ে যান এই লেগ স্পিনার।

ওয়েস্ট হ্যামের কাছে হেরে

আর্সেনাল শিবিরে হতাশা

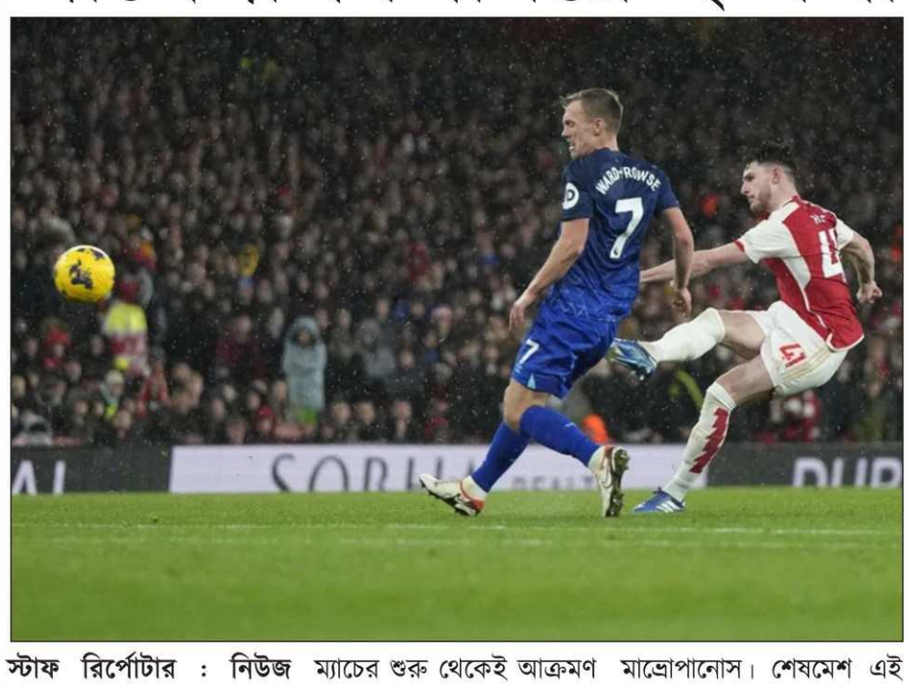

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আর্সেনালের সামনে সুযোগ ছিল এই ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান দখল করার। কিন্তু ফিনিশিংয়ের অভাবে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলো না মিকেল আর্তেতার দল। উল্টো দুই অর্ধের দুই গোলে ২-০ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড। নিজেদের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ করে যায় আর্সেনাল। তবে ওয়েস্ট হ্যামের রক্ষণে গিয়ে বারবার খেই হারিয়ে ফেলতে থাকে তারা। বিপরীতে ত্রয়োদশ মিনিটে তমাস সুচেকের গোলে এগিয়ে যায় সফরকারীরা। প্রথমার্ধে আর কোনো গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধেও সমানে আক্রমণ করে যায় তারা। তাতে ৫৫তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কনস্তানদিনোস মাভ্রোপানোস। শেষমেশ এই ব্যবধানে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ওয়েস্ট হ্যাম।

এই হারে লাভ হলো লিভারপুলের। ১৯ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে লিভারপুল। ৪০ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আর্সেনাল। ১ পয়েন্ট কম নিয়ে তিনে অ্যাস্টন ভিলা। ১৮ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত চারে ম্যানচেস্টার সিটি।

ইনিংস পরাজয়ের পর

শাস্তি পেল ভারত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে বড় ব্যবধানে হারের রেশ কাটতে না কাটতেই শাস্তির খবর পেল ভারত। স্লো ওভার রেটের কারণে রোহিত শর্মার দলকে শাস্তি দিয়েছে আইসিসি। এর ফলে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ২ পয়েন্ট কাটা গেছে তাদের। একই সঙ্গে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানাও করা হয়েছে। আইসিসির ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, বরাদ্দকৃত সময়ের ভিতর নির্দিষ্ট ওভার শেষ না করতে পারলে ওভারপ্রতি ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়। সেঞ্চুরিয়নে ইনিংস ও ৩২ রানে হারা ম্যাচে ভারত পিছিয়েছিল ২ ওভার। অন্যদিকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি ওভারের জন্য ১ পয়েন্ট করে কাটা যায়।

এ ম্যাচে হারের পর ২০২৩-২৫ সালের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চক্রের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ থেকে ভারত ৫ নম্বরে (৪৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ পয়েন্ট) নেমে গিয়েছিল। পয়েন্ট কাটা যাওয়ার সেটা হয়েছে এখন ৩৮ দশমিক ৮৯। এখন তাদের অবস্থান ছয়ে। একটিই ম্যাচ খেলে জয় পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা এখন তালিকার শীর্ষে।

ব্রাজিলে যাচ্ছেন না

আনচেলত্তি, থাকছেন রিয়ালেই

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলের কোচ হতে যাচ্ছেন কার্লো আনচেলত্তি। এমন সব গুজবে পানি ঢেলে দিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গেই চুক্তি নবায়ন করলেন ইতালিয়ান কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে লস ব্ল্যাঙ্কোসদের সঙ্গে ২০২৬ সাল পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করেছেন তিনি। অর্থাৎ আরও দুই মৌসুম মাদ্রিদেই থাকছেন এই বর্ষীয়ান কোচ। এখন শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি।

চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করলে সবমিলিয়ে এস্তাদিয়ো সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে নিজের দ্বিতীয় মেয়াদে পাঁচ বছর কাটাবেন আনচেলত্তি। এর আগে ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত রিয়ালে নিজের প্রথম মেয়াদ কাটিয়েছেন তিনি।

শীতকালীন ছুটিতে রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়রা সবাই ছুটি কাটাচ্ছেন। এর আগেই চুক্তি নবায়ন নিয়ে ক্লাবের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন আনচেলত্তি। প্রাথমিক আলোচনা শেষে মৌখিকভাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন তিনি। পরে যা নিশ্চিত করেছে রিয়াল।

আনচেলত্তিকে পেতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনো (সিবিএফ)। ২০২২ বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলের ব্যর্থতার পর দায়িত্ব ছেড়ে দেন সেসময়ের কোচ তিতে। এরপর থেকে ভারপ্রাপ্ত কোচের অধীনেই খেলছে তারা। তবে গ্রীষ্মেই সিবিএফ ঘোষণা করে বসে, ২০২৪ কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের ডাগআউটে দেখা যাবে আনচেলত্তিকে। পরে রিয়াল যখন তার কাছে এর সত্যতা জানতে চায়, তখন তিনি জানিয়েছে দেন সিবিএফের দাবি সত্য নয়। গত মৌসুম ভালো না কাটলেও আনচেলত্তির অধীনে অসংখ্য সাফল্য পেয়েছে রিয়াল। দুই মেয়াদে তার কোচিংয়ে ২৪০টি ম্যাচ খেলেছে রিয়াল। সংখ্যার দিক থেকে তার সামনে আছেন কেবল ক্লাবের আরেক কিংবদন্তি কোচ মিগুয়েল মুনোজ। টানা ১৪ মৌসুম দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। তার অধীনে রিয়াল খেলেছে ৫৯৫ ম্যাচ। আনচেলত্তি রিয়ালকে দুইবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতিয়েছেন। আর একবার জেতাতে পারলেই তিনি ছুঁয়ে ফেলবেন ফরাসি কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের কীর্তি। এছাড়া আর একবার করে কোপা দেল রে, সুপার কাপ এবং ক্লাব বিশ্বকাপ জিতলে ছাড়িয়ে যাবেন বাকিদেরও। আনচেলত্তির চুক্তি নবায়নের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর, জানুয়ারিতে অনুশীলনে ফিরবে রিয়াল। এরপর স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমিফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে তারা। এ মৌসুমে এখন পর্যন্ত লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আছে রিয়াল। চ্যাম্পিয়নস লিগেও গ্রুপ পর্বে সব ম্যাচ জিতে সুবিধাজনক স্থানে আছে রিয়াল।

রাজাকে ছাড়া ফুটবলের এক বছর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মেমোরিয়াল নেকরোপোল একিউমেনিকা সমাধিস্থলের ১৪ তলায় শুয়ে থাকা পেলে কি সান্তোসের পতন দেখতে পেয়েছেন? প্রিয় ভিলা বেলমিরো স্টেডিয়াম, যেখান থেকে তাঁর ফুটবলের রাজা হওয়ার যাত্রা শুরু, সবুজে ছাওয়া সেই মাঠ সব সময় দেখার জন্যই তো এই সমাধিস্থলে শেষ শয্যা নেওয়া। কিন্তু তাঁর বিদায়ের প্রথম বার্ষিকীর আগেই এতবড় অনাসৃষ্টি ঘটে যাবে! অবনমনে চলে গেল সান্তোস। প্রিয় স্টেডিয়াম, ক্লাব প্রাঙ্গণ তো বটেই, পুরো শহরজুড়ে আগুন জ্বলেছে এই অবনমনে। আঁতুড়ঘর কি তাঁর সেরা সন্তানের বিদায় শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি! পেলের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে এসব নানা প্রশ্ন এসে ভিড় করছে ফুটবলপ্রেমীদের মনে।

সান্তোস কর্তৃপক্ষ অবশ্য পেলের সম্মান রক্ষার জন্য ধনুকভাঙা পণ করেছে। যতদিন পর্যন্ত প্রথম বিভাগে প্রমোশন না পাবে, ততদিন পেলের ১০ নম্বর জার্সিটি সান্তোসের কেউ পরবে না। আপাতত অবসরে পাঠানো হয়েছে জার্সিটিকে। তবে সহসাই তারা প্রমোশন পাবে কিনা, সেটা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, ১১১ বছরের ইতিহাসে প্রথম অবনমনের পেছনে অনেক ঘটনা রয়েছে। আর্থিক সংকট এবং বোর্ড সদস্যদের দ্বন্দ্বই নাকি এই দুর্দিন ডেকে এনেছে। পেলের ৫৩ বছর বয়সী ছেলে এবং সান্তোসের একসময়ের গোলরক্ষক এডিনহো জানিয়েছেন, তিনি নাকি ক্লাবের এই দুরবস্থায় মোটেই অবাক হননি। এডিনহো বলেন, 'এটা (অবনমন) দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু অবাক হওয়ার মতো কোনো বিষয় না। যারা নিয়মিত ক্লাবের খোঁজখবর রাখেন, তারা সবাই জানত এমন পরিণতিই হবে।'

তবে এই অবস্থার মধ্যেও সান্তোসের পক্ষ থেকে বেশ আয়োজন করেই শুক্রবার পেলের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হবে। গত মে মাসে পেলের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন জিনিস দিয়ে একটি জাদুঘর করেছে সান্তোস। সেখানেই মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হবে বলে জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

সাও পাওলো রাজ্য সরকার এবং ব্রাজিল কেন্দ্রীয় সরকার পেলের মৃত্যুবার্ষিকী ঘটা করেই পালন করবে বলে জানা গেছে। তবে সান্তোসের মতো ব্রাজিল জাতীয় দলের অবস্থা দেখেও হয়তো পরপারে বসে দুঃখ পাচ্ছেন পেলে। এমনটা মনে করছেন তাঁর সন্তান এডিনহো। ২০২৬ বিশ্বকাপের লাতিন অঞ্চলের বাছাইয়ে ব্রাজিল এখন ষষ্ঠ স্থানে আছে। সেলেকাওদের বড় তারকা নেইমার চোটের কারণে দীর্ঘদিন জাতীয় দলে নেই। কবে ফিরবেন সেটাও নিশ্চিত না। তাই সহসাই যে ব্রাজিলের খারাপ সময় কাটছে না, সেটা মোটামুটি নিশ্চিত।

ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই শেষে ২০২২ সালের ২৯ ডিসেম্বর সাও পাওলোর আলবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন পেলে। এর পর ২ জানুয়ারি তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল। ৮২ বছর বয়সী এ ফুটবলারকে বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম সেরা ও প্রভাবশালী ক্রীড়াবিদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্রাজিলের জেতা পাঁচটি বিশ্বকাপের মধ্যে তিনটি জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি।

বর্ষসেরা ১০ ফুটবলারের তালিকায়

না রাখায় রোনালদোর 'প্রতিবাদ'

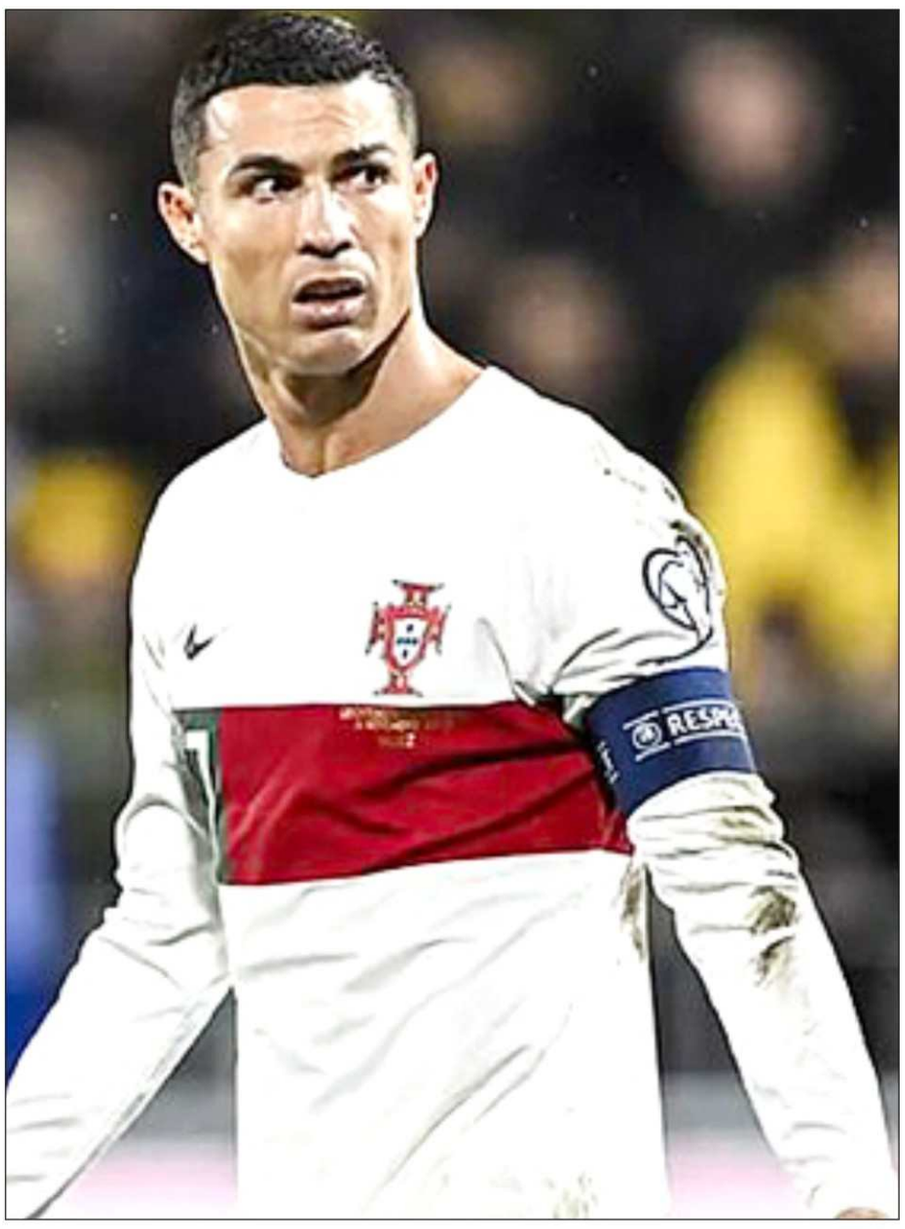

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৩ সালের বর্ষসেরা ফুটবলারদের তালিকা প্রকাশ করেছে ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্ট্রি এন্ড স্ট্যাটিসটিকস (আইএফএফএইচএস)। সে তালিকায় বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটির ফরোয়ার্ড আর্লিং হালান্ড। দ্বিতীয় হয়েছেন ফ্রান্সের ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে। ২০২২ সালের বিশ্বকাপ জেতা আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি হয়েছেন তৃতীয়।

মেসিতে ফুটবলপ্রেমীরা কিছুটা আশ্চর্য হলেও যেখানে তারা একেবারে থমকে গেছেন সেটা হলো, তালিকার সেরা ১০ জনের মধ্যেও রাখা হয়নি পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে। অথচ চলতি বছর তিনিই সবচেয়ে বেশি গোল করেছেন। এই বছর দেশ ও ক্লাব সবমিলিয়ে ৫৩টি গোল করেছেন সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসর তারকা। অপরদিকে হালান্ড গোল করেছেন সবমিলিয়ে ৫২টি।

সেরা ১০ এর তালিকায় না রাখার প্রতিবাদও করেছেন রোনালদো। পর্তুগালের একটি ক্রীড়া বিষয়ক সংবাদপত্র অ্যা বোলা'র ইনস্টাগ্রাম আইডিতে পোস্ট করা বর্ষসেরার তালিকায় কমেন্টে হাসির ইমোজি দিয়েছেন রোনালদো। সঙ্গে একটি লজ্জা ইমোজিও জড়িয়ে দেন তিনি। এর মাধ্যমে হয়তো নিজের ভেতরে জমা ক্ষোভের প্রকাশই করেছেন এই আল নাসর তারকা।

তালিকায় স্থান পাওয়া একমাত্র পর্তুগিজ ফুটবলার হলেন বার্নান্দো সিলভা। তিনি অষ্টম স্থানে রয়েছেন। অথচ তালিকায় প্রথম দিকেই থাকার কথা ছিল রোনালদোর।

পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

জিততে পারবে না: গম্ভীর

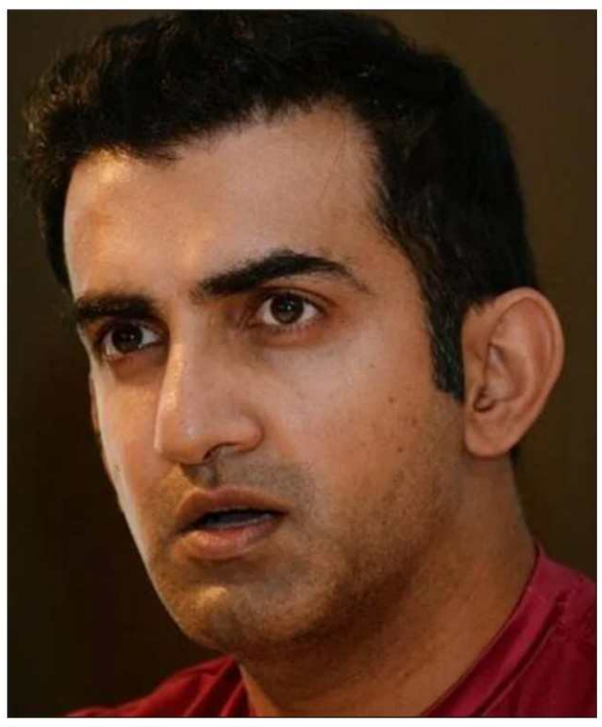

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে শুরু হয়ে গেছে আলোচনা-সমালোচনা-তর্কের ঝড়। ছয় মাস পর শুরু হতে যাওয়া আসরে পাকিস্তানের ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলেছেন ভারতের সাবেক ব্যাটার গৌতম গম্ভীর। খোঁচা দিয়ে বলেছেন, বাবররা ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে পারবে না।

আগামী বছরের জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে ২০ দল নিয়ে বসবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। আসর শুরু হতে এখনো ছয় মাস বাকি থাকলেও এক সাক্ষাতকারে টুর্নামেন্টটি নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। যেখানে বাজে ফিল্ডিংয়ের জন্য বাবরদের খোঁচা দিয়ে বলেছেন, পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে পারবে না।

গম্ভীর বলেন, 'পাকিস্তানের ফিল্ডিং দেখে আমি হতাশ। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপেই দেখা গিয়েছে ওদের ফিল্ডিং কতটা খারাপ। এখন বিশ্বের সব থেকে খারাপ ফিল্ডিং দল পাকিস্তান। এই ফিল্ডিং নিয়ে ওরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে পারবে না। কারণ, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফিল্ডিং সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেটা খারাপ হলে ম্যাচ জেতা যাবে না।'

গত অক্টোবর-নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে দাপট দেখিয়েছিল ভারত। টানা ১০ ম্যাচ জিতে ফাইনালে পা রেখেছিল তারা। তবে শিরোপার লড়াইয়ে হারতে হয় অস্ট্রেলিয়ার কাছে। অন্যদিকে পাকিস্তান বাদ পড়ে গ্রুপ পর্বেই।

সে প্রসঙ্গ তুলে এনে গম্ভীর বলেন, 'ভারত কত বার ফাইনালে উঠেছে সেটা সবাই জানে। গত পাঁচ-ছয় বছরে ভারতের ক্রিকেট অনেক এগিয়ে গিয়েছে। ভারত এখন ট্রফি জেতা থেকে এক কদম বা দু'কদম দূরে শেষ করে। পাকিস্তান তো সেখানে পৌঁছাতেই পারে না।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR